



## আলোচনা ব্যর্থ, ইরানের বন্দর অবরোধের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় কোনো সমঝোতা না হওয়ায় ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

**ট্যাক্স জমার শেষ সময় ১৫ এপ্রিল**

## সহজেই পেতে পারেন বাড়তি সময়

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট:** যুক্তরাষ্ট্রে ট্যাক্স জমা দেওয়ার নির্ধারিত শেষ সময় ১৫ এপ্রিল। তবে যারা নির্ধারিত সময়ে রিটার্ন জমা দিতে পারছেন না, তাদের জন্য রয়েছে অতিরিক্ত সময় নেওয়ার সুযোগ যা বেশ সহজ ও স্বয়ংক্রিয়।

ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস) জানিয়েছে, করদাতারা চাইলে একটি সংক্ষিপ্ত ফরম পূরণ করে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে নিতে পারেন। এই প্রক্রিয়ায় বিশেষ কোনো কারণ দেখানোর প্রয়োজন হয় না।

এই সময় ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন


পথচলায় ৩০ বছর

The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika

■ Vol. 30 ‖ Issue 29 / April 13, 2026, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ৩০ ‖ সংখ্যা ২৯ ‖ সোমবার, এপ্রিল ১৩, ২০২৬, চৈত্র ৩০, ১৪৩২ ‖ শাওয়াল ২৪, ১৪৪৭


# যুক্তরাষ্ট্রে তিন মাসেই হামে আক্রান্ত ১,৬৭১ জন

## নতুন ক্লাস্টার শনাক্ত

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আবারও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে অত্যন্ত সংক্রামক রোগ হাম (মিজলস)। ২০২৬ সালের শুরু থেকেই একের পর এক প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্কতা জারি করেছেন। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, আক্রান্তের সংখ্যা ইতোমধ্যেই ১,৬৭১-এ পৌঁছেছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে, আর নিউইয়র্কেও সতর্কতা জোরদার করা হয়েছে যদিও সেখানে সংক্রমণ এখনো সীমিত পর্যায়ে রয়েছে।

সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) এর ৩ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১,৬৭১টি নিশ্চিত হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১,৬৬১টি ঘটনা ৩৩টি অঙ্গরাজ্য ও অঞ্চলে রিপোর্ট করা হয়েছে, আর বাকি ১০টি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের মধ্যে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ দেখা গেছে ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, ফ্লোরিডা, নিউইয়র্ক, ইলিনয়েস ও পেনিস্যালভেনিয়াসহ একাধিক অঙ্গরাজ্যে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উদ্বেগের বড় কারণ হলো এই সংক্রমণের অধিকাংশই ক্লাস্টার বা প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে যুক্ত। মোট আক্রান্তের প্রায় ৯৪ শতাংশই বিভিন্ন প্রাদুর্ভাবের অংশ। এর মধ্যে ২০২৬ সালে শুরু হওয়া প্রাদুর্ভাব থেকে ৩৭৪টি এবং ২০২৫ সাল থেকে চলমান প্রাদুর্ভাব থেকে ১,১৯৬টি সংক্রমণ এসেছে। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ১৭টি নতুন প্রাদুর্ভাব শনাক্ত হয়েছে। তুলনামূলক চিত্রও উদ্বেগজনক। ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

# অভিবাসন ইস্যুতে নতুন কৌশলে ট্রাম্পের উপদেষ্টা স্টিফেন মিলার

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে কড়া অবস্থানের অন্যতম প্রধান স্থপতি স্টিফেন মিলার আবারও আলোচনায়। প্রকাশ্যে কিছুটা নরম সুরে কথা বললেও, ভেতরে ভেতরে তিনি আগের মতোই কঠোর অভিবাসন এজেন্ডা এগিয়ে নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।



প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় মেয়াদের শুরু থেকেই অভিবাসন দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন স্টিফেন মিলার। গত বছর প্রশাসনের শুরুতে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও বিস্তৃতভাবে অভিযান চালানোর আহ্বান জানান। তার মতে, শুধুমাত্র অপরাধীদের নয়, বরং অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা যে কাউকেই লক্ষ্যবস্তু করা উচিত।

এক পর্যায়ে অভিবাসন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে দেন, সন্দেহের মাত্রা কম হলেও অভিযান চালাতে হবে এবং প্রয়োজনে ওয়ারেন্ট ছাড়াই আটক করার মতো কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তার এই অবস্থানই পরে বিভিন্ন শহরে ব্যাপক অভিযানের পথ তৈরি করে।

তবে পরিস্থিতি একসময় ভিন্ন মোড় নেয়। মিনিয়াপলিস ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

**যুক্তরাষ্ট্রে 'ইউ ভিসা জালিয়াতি'**

# বাংলাদেশি নারীকে হত্যার ভিডিও 'অভিবাসন বিরোধী অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার ট্রাম্পের

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট:** ফ্লোরিডায় বাংলাদেশি নারী নিলুফা ইয়াসমিনকে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ভিডিও 'অভিবাসন বিরোধী অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করলের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি নিজের ট্রুথ সোশ্যালে শনিবার ফ্লোরিডার ফোর্ট মায়ার্স এলাকায় গ্যাস স্টেশনে নিলুফারকে হত্যার ভিডিও প্রকাশ করে নিজের অভিবাসনবিরোধী অবস্থান আরো জোরালো করেন। ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি এই ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের কারণে বাড়তে থাকা অপরাধের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন এবং কঠোর অভিবাসন নীতির পক্ষে যুক্তি দেন।তবে প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্যকে পুরো অভিবাসী কমিউনিটিকে হেয় করার শামিল বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মানবাধিকার কর্মীরা।

ফ্লোরিডার ফোর্ট মায়ার্স এলাকায় গত ২ এপ্রিল একটি গ্যাস স্টেশনে সংঘটিত এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই ঘটনায় নিহত হন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ৫১ বছর বয়সী নারী নিলুফা ইয়াসমিন,

ফ্লোরিডার ফোর্ট মায়ার্স এলাকায় গত ২ এপ্রিল একটি গ্যাস স্টেশনে সংঘটিত এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড এর ঘটনায় নিহত হন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ৫১ বছর বয়সী নারী নিলুফা ইয়াসমিন। যিনি দুই সন্তানের জননী ছিলেন। ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

# নিউইয়র্কে 'সিটির গ্রোসারি স্টোর' চালু হবে ইস্ট হারলেমে

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিউইয়র্ক সিটিতে চালু হচ্ছে প্রথম সিটি প্রশাসন পরিচালিত সাশ্রয়ী মূল্যের 'গ্রোসারি স্টোর। রোববার নিজের মেয়র পদে দায়িত্ব গ্রহণের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে সবার জন্য সাশ্রয়ী ও স্বাস্থ্যকর খাবার নিশ্চিত করতে প্রথম সিটি-পরিচালিত গ্রোসারি স্টোর স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন মেয়র জোহরান মামদানি।

নিউইয়র্ক শহরে প্রথম সিটি-পরিচালিত গ্রোসারি স্টোরের জন্য ইস্ট হারলেমের ঐতিহাসিক 'লা মারকেটা'কে চূড়ান্ত করেছেন মেয়র জোহরান মামদানি।

প্রশাসনের ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

# সেই ১০ ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** সাজানো ডাকাতির নাটক করে নিজেদের 'ভুক্তভোগী' হিসেবে দেখিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে অভিবাসন সুবিধা বা ইউ ভিসা নেওয়ার অভিযোগে ১০ ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শেষে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। এর আগে গত মার্চ মাসে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়েছিল।

ম্যাসাচুটেস এর ইউএসএ'র ডিস্ট্রিক্ট এটর্নী অফিস বিবৃতিতে জানিয়েছে, বোস্টনে একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি ১০ জন ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে ভিসা জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তরা পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন দোকানে সাজানো সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা ঘটাতেন, যাতে দোকানের কর্মচারীরা নিজেদের সহিংস অপরাধের শিকার হিসেবে দেখিয়ে ইউ ভিসা পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। এই ভিসা সাধারণত এমন ব্যক্তিদের দেওয়া হয়, যারা অপরাধের শিকার হয়েছেন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তদন্তে সহায়তা করেছেন।

তদন্তে জানা যায়, ২০২৩ সালের মার্চ থেকে এই চক্র অন্তত ছয়টি কনভিনিয়েন্স স্টোর, মদের ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

# নিউইয়র্কের মেডিকেইড তদন্তে 'ভুল স্বীকার' ফেডারেল প্রশাসনের

### *প্রশ্নের মুখে ফেডারেল দাবি*

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিউইয়র্কের মেডিকেইড কর্মসূচি নিয়ে তদন্তে বড় ধরনের 'ভুলের কথা স্বীকার' করেছে ফেডারেল প্রশাসন। এই ভুল তথ্যের ভিত্তিতে শুরু হওয়া ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

CMS CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES

### যুদ্ধাপরাধ তথ্য গোপন করে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব

# সাবেক বসনিয়ান নারীর কারাদণ্ড



**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** বসনিয়া যুদ্ধের সময় বন্দিদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ গোপন করে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার মামলায় এক নারীকে কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। দীর্ঘদিন সাধারণ জীবনযাপন করলেও শেষ পর্যন্ত তার অতীত সামনে আসে তদন্তে। নাদা টমানিক নামের ওই নারীকে ৩০ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আদালত। অভিযোগ, তিনি অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে মিথ্যা তথ্য ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন


রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি



কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs - Inquiries - Collections
- Garnishment - Bankruptcy - Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

### স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলন

# যাচাই-বাছাই শেষে ১৬ অধ্যাদেশ নিয়ে সিদ্ধান্ত




*সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে রোববার সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ*

**বিশেষ প্রতিনিধি :** মানবাধিকার কমিশন, সুপ্রিমকোর্ট সচিবালয় এবং সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশসহ ১৬টি অধ্যাদেশের বিষয়ে অধিকতর যাচাই-বাছাই শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। এসব অধ্যাদেশ নিয়ে বিরোধী দল অপপ্রচার চালাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতা নেই। অন্তর্বর্তী সরকার ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করেছিল। তার মধ্যে ৯৭টি হুবহু বিল আকারে আইনে রূপান্তর করা হয়েছে। ১৩টি অধ্যাদেশ সংশোধনী আকারে আইনে রূপান্তর করা হয়েছে। ৭টি অধ্যাদেশ রহিতকরণ ও হেফাজত করা হয়েছে। বাকি ১৬টি অধ্যাদেশ বিশেষ কমিটির প্রতিবেদন মোতাবেক অধিকতর যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যা বিশেষ কমিটির প্রতিবেদনেও বলা আছে। রোববার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে গণভোট নিয়ে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, 'এটা ঘটনাক্রমে সিদ্ধ। অধ্যাদেশ জারি হয়েছে গণভোট ৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

### পারমাণবিক শর্ত ও আস্থার সংকট

# ব্যর্থ বৈঠক, ঝুঁকিতে যুদ্ধবিরতি

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** টানা ২১ ঘণ্টার ম্যারাথন আলোচনা শেষে কোনো চূড়ান্ত চুক্তি ছাড়াই ভেস্তে গেল যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার ঐতিহাসিক শান্তি আলোচনা। এই ব্যর্থ আলোচনার পর রোববার উভয় দেশের প্রতিনিধিদল পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ ত্যাগ করে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেছে। এর ফলে গত সপ্তাহে শুরু হওয়া ১৪ দিনের যুদ্ধবিরতি এখন চরম হুমকির মুখে পড়েছে। পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধের মার্কিন শর্ত এবং ওয়াশিংটনের প্রতি তেহরানের আস্থার অভাবের কারণেই মূলত আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। চুক্তি না হওয়ায় এখন উভয় পক্ষই একে অপরকে দুষছে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার স্বভাবসুলভ দম্ভ বজায় রেখে বলেছেন, চুক্তি হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে জয় পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, ওয়াশিংটন যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। 'উপযুক্ত সময়ে' ইরানকে 'শেষ করে দেবে' মার্কিন বাহিনী।

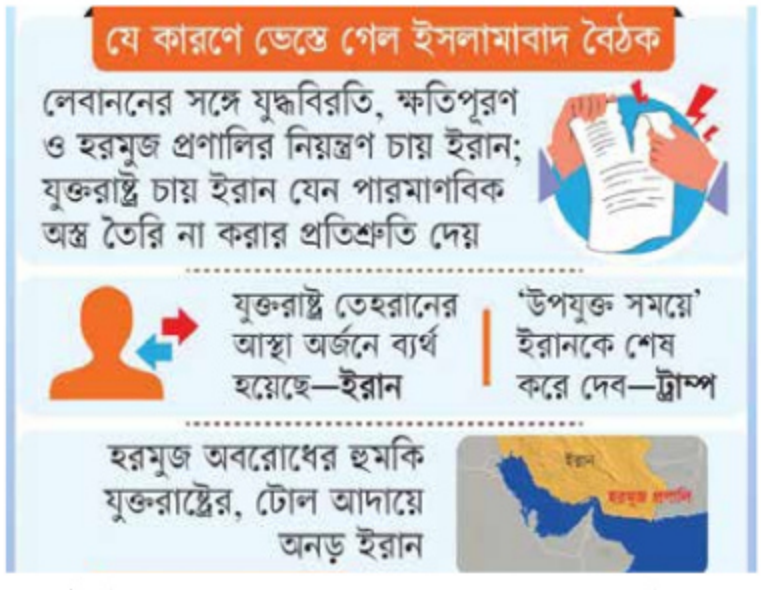
যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, চুক্তিতে না আসাটা ইরানের জন্যই সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ। মার্কিন প্রতিনিধিদলের প্রধান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ইসলামাবাদ ছাড়ার আগে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা চুক্তিতে না পৌঁছেই যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাচ্ছি। আমরা আমাদের রেড লাইন বা চূড়ান্ত শর্তগুলো স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি। আমরা এমন একটি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেখতে চাই-তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না এবং এমন কোনো সরঞ্জামও খুঁজবে না, যা দিয়ে দ্রুত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা যায়। এটাই মার্কিন প্রেসিডেন্টের মূল লক্ষ্য।

অন্যদিকে ইরানি প্রতিনিধিদলের প্রধান ও পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ এই ব্যর্থতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছেন। এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, ইরান ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়ার পরও যুক্তরাষ্ট্র তাদের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের যুক্তি ও নীতি বুঝতে পেরেছে। এখন তাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা আমাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে কি না।

ইরানের আধা-সরকারি সংবাদমাধ্যম তাসনিম নিউজ জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের 'অতিরিক্ত' দাবির কারণেই চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ইরানি অন্যান্য গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, বেশ কয়েকটি বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ঐকমত্য হলেও মূলত হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির প্রশ্নেই আলোচনা ভেস্তে যায়।

আলোচনা চলাকালে জেডি ভ্যান্স অন্তত এক ডজনবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছেন। তবে আলোচনা চলার মাঝেই শনিবার ট্রাম্প সাংবাদিকদের কাছে দম্ভ করে বলেছিলেন, চুক্তির আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি না, তা নিয়ে তিনি সন্দিহান। ট্রাম্প বলেন, চুক্তি হলো কি হলো না, তাতে আমার কিছু যায় আসে না, কারণ আমরাই জিতেছি।

এদিকে ইসরাইলের ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন






### আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

# স্বনির্ভরতা বাড়াতে কৌশল নির্ধারণ জরুরি

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির পর ইসলামাবাদে যুদ্ধ বন্ধের আলোচনার দিকে তাকিয়ে ছিল বাংলাদেশসহ পুরো বিশ্ব। কিন্তু টানা ২১ ঘণ্টার আলোচনায় যুদ্ধ বন্ধে কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি দেশগুলো। ফলে দুপক্ষের ছাড় না দেওয়ার এই মনোভাব বিশ্বকে ফের অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধ না হলে এর প্রভাব থেকে রেহাই মিলবে না বাংলাদেশেরও। এ দেশে জ্বালানি সংকট, আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, রেমিট্যান্স প্রবাহে চাপ এবং মূল্যস্ফীতি আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা তাদের। তবে বহুমাত্রিক সংকট মোকাবিলায় এখনই জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ এবং সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

যুদ্ধ বন্ধ না হলে বাংলাদেশে এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাইলে সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির যুগান্তরকে বলেন, 'এই অনিশ্চয়তার মধ্যে হরমুজ প্রণালি খুলবে এই ভরসা পাচ্ছি না। তেল ও গ্যাস সংকট বাড়ার সম্ভাবনা আরও ঘনীভূত হচ্ছে। ফলে আমরা এখন যে অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে আছি, সেই চাপ আরও বাড়তে পারে। এমন আশঙ্কা সামনে রেখেই কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। সামনের দিনগুলো কীভাবে সুরক্ষা দিতে পারি সে বিষয়ে এখনই ভাবতে হবে।'

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ মনে করেন, যুদ্ধ কখনোই পুরোপুরি বন্ধ হবে না। এটা কম-বেশি চলতেই থাকবে। তার মতে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যেসব দেশ জাতীয় সক্ষমতা বেশি তৈরি করবে, জাতীয় স্বনির্ভরতা তত বেশি হবে। অর্থাৎ নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরনির্ভরতা, আমদানিনির্ভরতা বা ঋণনির্ভরতা বিদ্যমান। হাসিনা এবং ইউনূস সরকারের আমলে বিদেশিনির্ভরতা বেড়েছে। এ থেকে উত্তরণে দেশের অর্থনীতিকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করার বিকল্প নেই। বিশেষ করে জ্বালানি খাতে আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে টেকসই সমাধানের দিকে যেতে হবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি সক্ষমতা বাড়াতে হবে।'

'এছাড়া সম্ভাব্য প্রবাসী শ্রমবাজার সংকটের মুখোমুখি এটি বিবেচনায় নিয়ে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং রপ্তানি খাতে পণ্যের পাশাপাশি বাজার বৈচিত্র্য বাড়ানোর ওপর ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় এখনই ভাবতে হবে
—এম হুমায়ুন কবির

অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার বিকল্প নেই—আনু মুহাম্মদ

অনিশ্চয়তায় পড়বে বাংলাদেশি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান—আমেনা মহসিন

বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার প্রভাব সরাসরি বাংলাদেশে পড়বে—তাসকীন আহমেদ

# নেতানিয়াহুর সাথে 'গোপন বৈঠক' থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে যেভাবে ইরান যুদ্ধে নিয়ে গেলেন ট্রাম্প

### *নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন*

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** একের পর এক গোপন বৈঠক, গোয়েন্দা সংস্থার সতর্ক বার্তা, ভিন্নমত পোষণকারী উপদেষ্টা সবকিছুর মাঝেই শেষ পর্যন্ত একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে টানটান উত্তেজনার মধ্যে হওয়া ধারাবাহিক বৈঠকের পর তিনি অনুমোদন দেন ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান। ওই সিদ্ধান্তের ফলেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযানের পথ খুলে যায়।

এই নাটকীয় সিদ্ধান্তের পেছনের ঘটনাপ্রবাহ উঠে এসেছে দ্য নিউইর্য়ক টাইমসের দুই সাংবাদিক জনাথন সোয়ান এবং ম্যাগি হ্যাবারম্যান-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে। তাদের আসন্ন বই "রেজিম চেঞ্জ: ইনসাইড দ্য ইম্পেরিয়াল প্রেসিডেন্সি অব ডোনাল্ড ট্রাম্প"-এর জন্য সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এই বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয় ঘটনার সূচনা ফেব্রুয়ারির এক সকালে। সেদিন সকালে হোয়াইট হাউসে পৌঁছান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। বহু মাস ধরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সামরিক পদক্ষেপে রাজি করানোর চেষ্টা করছিলেন। সাংবাদিকদের চোখ এড়িয়ে তাকে দ্রুত হোয়াইট হাউসের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর শুরু হয় এক উচ্চপর্যায়ের



গোপন বৈঠক।

প্রথমে ওভাল অফিসের পাশের ক্যাবিনেট রুমে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কর্মকর্তারা বসেন। পরে সবাই নেমে যান হোয়াইট হাউসের অত্যন্ত নিরাপত্তাবেষ্টিত সিচুয়েশন রুমে। সেখানে বড় পর্দায় যুক্ত হন ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের প্রধান ডেভিড বার্নিয়া এবং দেশটির সামরিক কর্মকর্তারা।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মার্কো রুবিও, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ, সিআইএ পরিচালক জন র‍্যাটক্লিফ, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন, হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ সুসি ওয়াইলস এবং প্রেসিডেন্টের জামাতা জ্যারেড কুশনারসহ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা। বৈঠকটি এতটাই গোপনে রাখা হয়েছিল যে অনেক মন্ত্রিসভার সদস্যও বিষয়টি জানতেন না।

সেই বৈঠকে নেতানিয়াহু একটি বিস্তারিত উপস্থাপনা দেন। তার দাবি ছিল, ইরানের সামরিক সক্ষমতা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ধ্বংস করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন, যদি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে আঘাত হানে, তাহলে ইরানের বর্তমান সরকার দুর্বল হয়ে পড়বে এবং দেশটিতে গণবিক্ষোভ শুরু হতে পারে। এমনকি তিনি সম্ভাব্য নতুন নেতৃত্বের কথাও তুলে ধরেন, যার মধ্যে ছিলেন নির্বাসিত রাজপরিবারের সদস্য রেজা পাহলভি।

নেতানিয়াহুর বক্তব্যে স্পষ্ট বার্তা ছিল—এটি শুধু সামরিক অভিযান নয়, বরং ইরানে সরকার পরিবর্তনের একটি সুযোগ। বৈঠকের এক পর্যায়ে ট্রাম্পকে সম্ভাব্য নতুন নেতৃত্বের একটি ভিডিওও দেখানো হয়।

তবে পরদিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিশ্লেষকেরা ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন। তারা নেতানিয়াহুর পরিকল্পনাকে চারটি অংশে ভাগ করে মূল্যায়ন করেন—ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি-কে হত্যার সম্ভাবনা, ইরানের সামরিক সক্ষমতা দুর্বল করা, দেশটির ভেতরে গণঅভ্যুত্থান এবং শেষ পর্যন্ত সরকার পরিবর্তন।

গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মতে প্রথম দুটি লক্ষ্য অর্জন ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন




The Weekly Bangla Patrika

Editor: **Abu Taher**
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

# তবুও শান্তি চাই

দীর্ঘ ২১ ঘন্টার ম্যারাথন আলোচনা শেষে কোনো শান্তিচুক্তি ছাড়া শেষ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার ইসলামাবাদ বৈঠক। গত ৫০ বছরের মধ্যে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে এটি ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরাসরি আলোচনা। গতকাল সকালে কোনো ধরনের সমঝোতা ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার ঘোষণা দেন দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। কারণ শুরুতেই উভয়পক্ষ অবিশ্বাসের মানসিকতা নিয়ে শান্তি আলোচনায় বসেছিল ইসলামাবাদের সেরেনা হোটেলে। পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় শুরু হওয়া আলোচনায়, উভয়পক্ষ বিনিময় করেছে লিখিত দাবিনামা। বৈঠকের নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং অন্যদিকে ইরানি পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাগের গালিবাফে। প্রথম ধাপ আলোচনায় উভয়পক্ষ কোনো রকম ছাড় দিতে সম্মত নয়। পাকিস্তান চেয়েছিল, আলোচনা জিইয়ে রেখে উভয়পক্ষকে রবিবার পর্যন্ত আলোচনায় টেনে নেওয়া। কারণ যতবার আলোচনায় আসবে বিষয়টি, ততবারই খুলতে থাকবে জটিল ও কুটিল তন্তু। তখন স্পষ্ট দেখা যাবে কে, কোন পক্ষ, কী রকম অবস্থানে আছে। আমেরিকা মনে করে, সে ইরানের সামরিক শক্তি ধসিয়ে দিয়েছে। তারা চায়, ইরানের হাতে থাকা ৪৬০ কেজি ইউরেনিয়াম যেন দখলে আসে। সেই সঙ্গে হরমুজ প্রণালির ওমান ও পারসিয়ান সাগরে পোঁতা মাইনগুলোর অপসারণ। আর ইরান চায়, তাদের জব্দ করা সম্পদ ও তহবিল ফেরত, মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটির অপসারণ, অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেওয়া এবং যুদ্ধের জন্য যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা চালিয়েছিলেন আলোচনার সুতো যেন ছিঁড়ে না যায়। তবে মুশকিল হলো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নিয়ে। আলোচনার প্রাক-মুহূর্তে তিনি নিউ ইয়র্ক টাইমসকে গত ১০ এপ্রিল শুক্রবার বলেছিলেন, আপনারা এমন সব মানুষের বিরুদ্ধে লড়ছেন, যাদের সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই যে, তারা আদৌ সত্য কথা বলে কিনা। তারা আমাদের বলেছে, সব পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করে দিচ্ছে। আবার তারাই গণমাধ্যমের সামনে বলছে, আমরা ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করতে চাই। ২৪ ঘন্টা দেখবেন তিনি। তারা যুদ্ধজাহাজ রিসেট করছে। অন্যদিকে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেছিলেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ও কূটনৈতিক বিশ্বাসঘাতক যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পুরোপুরি অবিশ্বাস নিয়েই তারা আলোচনায় বসেছিলেন। মূল লক্ষ্য যে যুদ্ধ-সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসা, এই আলোচনার টেবিল সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই পাকিস্তান এখনো কাজ করে চলেছে। যুদ্ধ কখনো শান্তি স্থাপন করে না। তলস্তয় তার 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'-এ এই কথাই বলেছেন। কিন্তু ট্রাম্পের দর্শন হচ্ছে, যুদ্ধ শান্তি আনতে পারে। আমরা জানি যুদ্ধ, ধ্বংস আর নির্মম হত্যাযজ্ঞের অন্য নাম। ক্ষমতা ও সম্পদের লোভ মূলত অন্যায় যুদ্ধের সূচনা করে। যুদ্ধবাজ ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার তেল সম্পদ শুষে নিয়ে প্রমাণ করেছেন, তিনি বিশ্বের সম্পদ লুটেরা। তিনি ইরানি তেল শুষে নেওয়ার মতলবেই তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়েছেন।

ইরানকে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো থেকে সামরিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ভেবেছিলেন, ইরান কুপোকাত হবে। কিন্তু তা করতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক শিখন্ডি ইসরায়েল। তারা এখন হতাশ বলেই নর্তনকুর্দন করছে। ইরান কোনো অন্যায়কে মেনে নেবে না। সে মানবতার দুঃখ-কষ্টে নিজেদের সীমাবদ্ধতা অনুধারণ করেই, যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়ে আলোচনায় বসেছিল। যুদ্ধের কারণে গোটা বিশ্বে নেমে এসেছে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দুর্ভোগ-দুর্দশা আর দুর্বিপাক। আমাদের মতো অর্থনৈতিক প্রগতির মহাসড়কে থাকা দেশের জন্য তা এক মারাত্মক ক্ষতি। এ ক্ষতি বন্ধ হবে তখনই, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানি সংঘাত বন্ধ হবে। মধ্যপ্রাচ্য অবমুক্ত হোক আগ্রাসী যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মারণাস্ত্রের হাত থেকে। পৃথিবীর মানুষ স্বস্তির জীবনযাপন চায়, এটা যেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল অনুধাবন করে। অন্যায় যুদ্ধের অবসান হোক। আমরা আলোচনার মাধ্যমে শান্তি ও সম্মানজনক সহাবস্থান চাই।




# পরমাণু যুদ্ধের ঝুঁকি কি এড়াতে পারল বিশ্ব

**রাজিউল হাসান**



*বর্তমানে বিশ্বে দুটি বড় যুদ্ধ চলছে একসঙ্গে। ছবি: এএফপি*

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'আমি জানি না তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কী অস্ত্র দিয়ে হবে, তবে চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ হবে লাঠি ও পাথর দিয়ে।' তিনি এই মন্তব্য কোনো অনুষ্ঠানে কিংবা লেখায় করেননি। জনশ্রুতি আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা দেখে সাংবাদিক ও লেখক লোরেন আইসনারের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় এ মন্তব্য করেছিলেন আইনস্টাইন।

আইনস্টাইনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের ভবিষ্যৎ, পুরো মানবজাতির ভবিষ্যৎ। পরাশক্তিগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় রয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের পুরোটা সময় এই প্রতিযোগিতা কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে পুরো বিশ্বই। অবশ্য এ কথা নিঃসন্দেহে বলে দেওয়া যায় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন না ভাঙলেও এই অবস্থায় পৌঁছাতাম আমরা।

ইরানে যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা, সেটারও প্রকাশ্য কারণ কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের অভিযোগ, ইরান তার জনকল্যাণমূলক পারমাণবিক কর্মসূচির আড়ালে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে। যদিও ইরান সব সময়ই এই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে। কিন্তু যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে যে পারমাণবিক কোনো বিপর্যয় ঘটবে না, তা কে বলতে পারে?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বোমার আঘাতে কী ঘটে গেছে, তা কারও অজানা নয়। সেই বিভীষিকা আজও জাপানকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তারপর পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন রহিত ও পারমাণবিক শক্তিকে শুধু জনকল্যাণে ব্যবহার করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নানা উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকে সক্ষম দেশগুলোকে আটকানো যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের চোখ ফাঁকি দিয়ে ভারত কীভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হলো কিংবা পাকিস্তান কীভাবে পরোক্ষ মার্কিন মদদে পারমাণবিক শক্তিধর দেশে পরিণত হলো, তা কারও অজানা নয়। পাকিস্তান যখন পারমাণবিক বোমা বানাল, তখন স্নায়ুযুদ্ধের কাল। প্রকাশ্যে যুক্তরাষ্ট্র এই কর্মসূচি আটকাতে নানা তৎপরতা চালিয়েছে। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, পাকিস্তানের সোভিয়েতবিরোধী অবস্থানের কারণে ওয়াশিংটন কিছুটা হলেও 'চোখ বন্ধ' করে ছিল।

ইতিহাসের পাঠ এখানেই শেষ করতে চাই। এবার একটু বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিচার-বিশ্লেষণ করলে যে কেউ স্বীকার করবেন যে, আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে আছি। গত মঙ্গলবার পর্যন্ত বিশ্বে দুটি বড় যুদ্ধ চলেছে একসঙ্গে। ইউরোপ মহাদেশে রাশিয়া-ইউক্রেন এবং এশিয়া মহাদেশে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল। এশিয়ার যুদ্ধে আবার পরোক্ষভাবে জড়িয়েছিল রাশিয়া ও চীন। ছোট-বড় অন্য দেশগুলোও নানাভাবে জড়িয়েছে। সে হিসেবে ইরান যুদ্ধে কেবল অক্ষশক্তি আর মিত্রশক্তি তৈরি হওয়াই বাকি ছিল। ইউক্রেন যুদ্ধেও বহুপক্ষ জড়িয়ে গেছে। রাশিয়ার মিত্ররা মস্কোর সারিতে দাঁড়িয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউক্রেনের যত মিত্র আছে, তারা দাঁড়িয়ে এক সারিতে। সারিবদ্ধ হয়ে শুধু বাগ্যুদ্ধ চলছে না, বরং ঘোষণা দিয়ে ইউক্রেনের মিত্ররা দেশটিকে সামরিক নানা সহায়তা দিচ্ছে।

আমরা যদি শুধু ইরান যুদ্ধকে বিবেচনায় নিই, তা-ও বলা যায়, এই একটি যুদ্ধই বিশ্বযুদ্ধে রূপ নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এখন সব পক্ষ যুদ্ধবিরতিতে রাজি হলেও নতুন করে সংঘাতে জড়ানোর ঝুঁকি পুরোপুরি কাটেনি। আর এর সঙ্গে কোনোভাবে যদি ইউক্রেন যুদ্ধের যোগসূত্র তৈরি হয়, তাহলে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা দেওয়া যাবে। ইরান যুদ্ধের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধের যোগসূত্র এরই মধ্যে তৈরি হতে শুরু করেছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ইরানি ড্রোন ঠেকাতে সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করেছে। এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইরান ও রাশিয়া ভালোভাবে নেবে না। বরং এতে ইরান ও রাশিয়া আরও কাছে আসতে পারে, তাদের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা আরও জোরদার হতে পারে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের বৈরিতা নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের বিষয়ে আরও বেশি বৈরী। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের চীনবিরোধী নীতি খুব সহজেই দেশটিকে মার্কিনবিরোধী শিবিরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তা স্পষ্ট। এই নীতি অব্যাহত থাকলে কিংবা আরও জোরদারভাবে প্রয়োগ শুরু হলে চীন প্রকাশ্যে ইরান ও রাশিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাইওয়ান ইস্যু বড় ভূমিকা রাখতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে দিনে দিনে তাইওয়ানকে সহযোগিতার মাত্রা বাড়াচ্ছে, তাতে চীনের জমাট ক্ষোভ বিস্ফোরিত হতে খুব বেশি দিন লাগবে না। চীন তাইওয়ানকে নিজের ভূখণ্ড বলে দাবি করে এবং তারা স্বপ্ন দেখে, কোনো একদিন তাইওয়ান তাদের হবে। চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের নীতি যেভাবে প্রয়োগ হচ্ছে, তাতে ২০২৭ সাল বা তার কাছাকাছি সময়ে বেইজিং তাইওয়ানের বিষয়ে বড় ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে। সেই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে যুক্তরাষ্ট্র তাতে সরাসরি জড়িয়ে যেতে পারে। তাতে এশিয়ায় আরেকটি যুদ্ধের জন্ম হবে। আর সে যুদ্ধের জন্ম না হলেও ওয়াশিংটন-বেইজিং বৈরিতা যে দিনে দিনে বাড়বে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এভাবে নানা ঘটনাপ্রবাহে যদি সত্যিই অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তি তৈরি হয়ে যায়, সেই সংঘাতই হবে আনুষ্ঠানিক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্ববাসী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার দেখেছে। কাজেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেও যে ব্যাপক হারে গণবিধ্বংসী এই অস্ত্রের ব্যবহার হবে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বরং পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে ব্যবহার হতে পারে জীবাণু অস্ত্রসহ আরও নানা ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্র।

ডাইনোসরদের বিলুপ্তির নানা তত্ত্ব আমরা জানি। এর মধ্যে জনপ্রিয় দুটি তত্ত্বের একটি হলো উল্কাপিণ্ডের আঘাত। অপরটি ডাইনোসররা নিজেরাই নিজেদের খেয়ে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। মানবজাতিও ডাইনোসরদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। হোমো সেপিয়েন্স বা জ্ঞানী মানব বলে যে মানুষ এখন পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সে মূলত বৃহৎ মানবসমাজের একটি অংশ। বিজ্ঞানীদের গবেষণার কল্যাণে আমরা জানি, মানুষের আরও অনেক প্রজাতি ছিল। হোমো সেপিয়েন্স যেখানেই গেছে, সেখানেই আগে থেকে অবস্থানরত মানুষের অন্য প্রজাতিগুলো কয়েক হাজার বছরের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই বিলুপ্তির কারণ সম্পর্কেও নানা তত্ত্ব আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় তত্ত্বটি হলো, হোমো সেপিয়েন্স দেখতে ছোটখাটো নিরীহ প্রকৃতির মানুষ হলেও সে ভেতর থেকে দানব। সে নিজের প্রাধান্য ছাড়া আর কিছু মেনে নিতে পারে না। এ কারণেই হোমো সেপিয়েন্সের 'তাণ্ডবে' বিলুপ্ত হয়ে গেছে মানুষের অন্য প্রজাতিগুলো।

মানুষরূপী এই 'ডাইনোসররা' যদি সত্যিই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে যায়, তাহলে যে তারাও 'নিজেদের খেয়ে' ধ্বংস করে দেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর সেই যুদ্ধের পর যদি হোমো সেপিয়েন্সের কিছু অংশ টিকে যায়, তারা মূলত ফিরে যাবে পাথর যুগে। কারণ, আধুনিক সব সরঞ্জাম তারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস করে ফেলবে, না হয় খরচ করে ফেলবে। লাঠিসোঁটা ছাড়া তার আর সম্বল বলে কিছু থাকবে না। কাজেই আইনস্টাইনের সুরে সুর মিলিয়ে বলতেই হয়–চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধে মানুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে যুদ্ধ করবে।

*লেখক: উপ বার্তা সম্পাদক*
*আজকের পত্রিকা*

# সবার আগে দেশ : সময় ও সমাজের নীরব সংলাপ

## মজনু মুহিবুর রাহমান

সমকালকে বোঝার জন্য সব সময় উচ্চকণ্ঠ বক্তব্যের প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় সংযত ভাষা, ধীর পর্যবেক্ষণ এবং দায়িত্বশীল প্রশ্নই সবচেয়ে কার্যকর হয়ে ওঠে। আহবাব চৌধুরী খোকনের প্রবন্ধ সংকলন সবার আগে দেশ তেমনই একটি বই, যেখানে সময়, সমাজ ও মানুষের পরিবর্তনকে দেখা হয়েছে গভীর মনোযোগ ও সচেতন দৃষ্টিতে।এই গ্রন্থে সংকলিত লেখাগুলোতে দেশ, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ইতিহাস ও ব্যক্তিগত স্মৃতির নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তবে লেখক এসব বিষয় উপস্থাপন করেছেন কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দিয়ে। তাঁর লেখায় উত্তেজনা নেই, আছে সংযত উপলব্ধি ও প্রশ্ন। ফলে পাঠককে কোনো নির্দিষ্ট মত গ্রহণে বাধ্য করা হয় না; বরং পাঠক নিজেই ভাবার জায়গা পান।

আহবাব চৌধুরী খোকনের লেখার একটি বড় শক্তি তাঁর ভাষা। ভাষা সহজ, প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ। তিনি জটিল শব্দচয়ন বা তাত্ত্বিক ভার দিয়ে লেখাকে ভারী করেননি। প্রতিটি প্রবন্ধে তথ্য, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সামাজিক বাস্তবতার একটি স্বাভাবিক সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

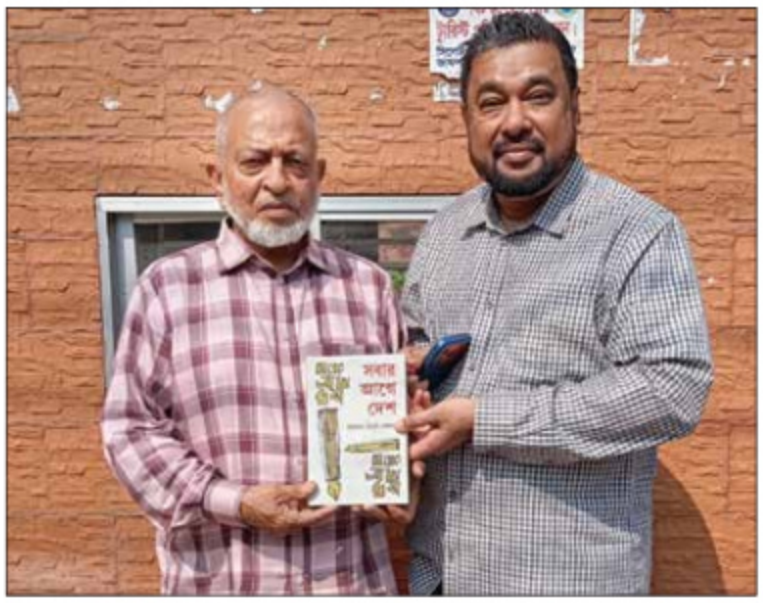
এই সংযত ভঙ্গিই লেখাগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

গ্রন্থটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিষয় বৈচিত্র্য। কোথাও ব্যক্তিগত স্মৃতি এসে যুক্ত হয়েছে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে, কোথাও জাতীয় ইতিহাসের আলোচনায় উঠে এসেছে নাগরিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। শিক্ষা ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক সংকট কিংবা সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে লেখাগুলোতে লেখক সমালোচনার পাশাপাশি আত্মসমালোচনার ইঙ্গিতও রেখেছেন। এই সততাই তাঁর লেখাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়।

বইটি পড়তে পড়তে বোঝা যায়, লেখক তাড়াহুড়ো করে সময়ের বিচার করতে চাননি। তিনি সময় নিয়েছেন, পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তারপর কথা বলেছেন। এই ধীরতা প্রবন্ধগুলোর ভেতরে এক ধরনের স্থিরতা এনে দিয়েছে। ফলে বইটি পাঠ শেষে পাঠকের মনে এক ধরনের নীরব প্রশ্ন রেখে যায়– আমরা যে সমাজে বাস করছি, তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আসলে কী।

‘সবার আগে দেশ’ পাঠককে নিষ্ক্রিয় করে না। বরং পাঠ শেষে পাঠক নিজের অবস্থান, দায়িত্ব এবং সময়ের সঙ্গে নিজের ভূমিকা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। সেই অর্থে এটি শুধু একটি প্রবন্ধসংকলন নয়; এটি সমকালকে বোঝার একটি সচেতন ও আন্তরিক প্রয়াস।

বইটি প্রকাশ করেছে বুনন প্রকাশন, প্রকাশকাল অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৬। বইটির ভূমিকা লিখেছেন সিলেটের নন্দিত কলামিষ্ট ও সাংবাদিক আফতাব চৌধুরী। সমকাল সম্পর্কে সচেতন পাঠক, শিক্ষার্থী এবং নাগরিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন মানুষের জন্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে পাঠযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক।



# বয়ঃসন্ধি রোধকারী ওষুধ কি লিঙ্গ-সংকট সারাচ্ছে, নাকি নতুন করে তৈরি করছে?

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ (HHS) সম্প্রতি এমন কিছু বিধিনিষেধ প্রস্তাব করেছে, যা কার্যকর হলে শিশুদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি রোধকারী ওষুধ (puberty blockers) ব্যবহারে হাসপাতালগুলো কার্যত নিষিদ্ধ হবে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে–এসব ওষুধ দীর্ঘমেয়াদে অপরিবর্তনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

তবে কিছু অধিকারকর্মী গোষ্ঠী এ সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে। তাদের দাবি, লিঙ্গ-সংকট (gender dzsphoria) নির্ণীত শিশুদের ক্ষেত্রে এসব ওষুধ নিরাপদ, সাময়িক এবং সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাবর্তনযোগ্য–অর্থাৎ এগুলো শুধু শারীরিক পরিবর্তন সাময়িকভাবে থামিয়ে রাখে।

কিন্তু এই দাবি সঠিক নয়। বাস্তবে, এসব ওষুধের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রয়েছে, এবং এগুলো রোগীদের উপকার করে–এমন নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুবই সীমিত।

ইতিহাসজুড়ে লিঙ্গ-অসামঞ্জস্যতা (gender nonconformity) থাকলেও শিশুদের মধ্যে স্থায়ী লিঙ্গ-সংকট–যা এতটাই তীব্র যে চিকিৎসা পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে–তা আগে খুবই বিরল ছিল।

এর প্রমাণ পাওয়া যায় পুরোনো দীর্ঘমেয়াদি গবেষণাগুলোতে। এসব গবেষণায় দেখা গেছে, লিঙ্গ-অসামঞ্জস্য আচরণ থাকা বেশিরভাগ শিশুই বড় হওয়ার পর আর লিঙ্গ-সংকটে ভোগেনি বা চিকিৎসা পরিবর্তনের পথে যায়নি–বাবহ সেইসব দেশেও, যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এ ধরনের চিকিৎসা বৈধ এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থায়ন করা হতো।

পরিস্থিতি বদলে যায় ২০১০-এর দশকে, যখন নেদারল্যান্ডসের চিকিৎসকরা “ডাচ প্রোটোকল” চালু করেন। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো শিশুদের জন্য একটি চিকিৎসা-ভিত্তিক পথ তৈরি হয়, যার শুরু হয় বয়ঃসন্ধি দমন দিয়ে।

এর আগে ১৯৮০-এর দশকে ডাচ গবেষকরা “জেন্ডার ড্যারিয়েন্ট” শিশুদের একটি দলকে দীর্ঘমেয়াদে অনুসরণ করেন। তারা দেখতে পান, বড় হওয়ার পর তাদের কেউই চিকিৎসাগত লিঙ্গ পরিবর্তনের পথে যায়নি। বরং তাদের লিঙ্গ-সংকট সময়ের সঙ্গে নিজে থেকেই কমে যায়, এবং অনেকেই পরবর্তীতে সমকামী বা লেসবিয়ান হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেন।



ড. জুলিয়া ম্যাসন

অর্থাৎ, যে ধারণাটি আজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত–লিঙ্গ-সংকট নিরসনে চিকিৎসা অপরিহার্য–তা বরং একটি “চিকিৎসা-নির্ভর ধারা” তৈরি করেছে, যা শিশুদের স্বাভাবিকভাবে সমস্যার সমাধানের সুযোগ না দিয়ে স্থায়ী চিকিৎসার দিকে ঠেলে দেয়।

পরবর্তীতে ওই গবেষণাগুলোর বিশ্লেষণে গুরুতর ত্রুটিও ধরা পড়ে। দেখা যায়, গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফলে শুধু সেইসব অংশগ্রহণকারীকে রাখা হয়েছে, যারা মানসিকভাবে স্থিতিশীল ছিল এবং পরবর্তী ধাপে যেতে সক্ষম হয়েছে। যারা বয়ঃসন্ধি দমনের পর্যায়ে নেতিবাচক অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিল, তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে।

এমনকি কিছু গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত অংশগ্রহণকারীকে “অংশগ্রহণকারী নন” হিসেবে পুনঃশ্রেণিবদ্ধ করে ফলাফল থেকে বাদ দেওয়া হয়। অন্তত তিনজন মারাত্মক স্থূলতা ও ইনসুলিন প্রতিরোধে ভুগেছেন। একজন মাঝপথে চিকিৎসা বন্ধ করেন। আরেকজন অস্ত্রোপচারের জটিলতায় মারা যান–যার সঙ্গে বয়ঃসন্ধি দমনের কারণে পর্যাপ্ত যৌনাঙ্গ বিকাশ না হওয়ার বিষয়টি যুক্ত ছিল।

অন্যান্য গবেষণায়ও দেখা গেছে, বয়ঃসন্ধি দমন–বিশেষ করে পরে বিপরীত লিঙ্গের হরমোন গ্রহণের সঙ্গে মিলিয়ে–স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব এবং যৌন কার্যকারিতার সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়।

এই বাস্তবতাগুলো এখনকার আলোচনায় গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা জরুরি। যদিও এসব ওষুধকে প্রায়ই নিরাপদ ও সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তনযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল এবং অনিশ্চিত।

এখন পর্যন্ত এমন কোনো র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল নেই, যা প্রমাণ করে যে এসব ওষুধ শিশুদের দীর্ঘমেয়াদি মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। বরং বিদ্যমান তথ্যগুলো সম্ভাব্য ঝুঁকির দিকেই ইঙ্গিত করে।

এই প্রেক্ষাপটে নীতিনির্ধারকদের সতর্ক হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বর্তমান পরিস্থিতিতে বয়ঃসন্ধি রোধকারী ওষুধের ব্যাপক ব্যবহার আসলে শিশুদের ওপর এক ধরনের বৃহৎ, অনিয়ন্ত্রিত চিকিৎসা পরীক্ষা চালানোর মতো।

যত বেশি আমরা এসব চিকিৎসাকে স্বাভাবিক করে তুলব, তত বেশি ঝুঁকি থাকবে–শিশুরা এমন এক অপরিবর্তনীয় পথে এগিয়ে যাবে, যা হয়তো তারা সময়, মানসিক সহায়তা এবং সঠিক তথ্য পেলে কখনোই বেছে নিত না।

*ড. জুলিয়া ম্যাসনের লিখাটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হলো–*
*লেখক, একজন বোর্ড-সনদপ্রাপ্ত শিশু বিশেষজ্ঞ এবং আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস-এর ফেলো। তিনি ‘সোসাইটি ফর এভিডেন্স-বেইজড জেন্ডার মেডিসিন (SEGM)’-এর প্রতিষ্ঠাতা বোর্ড সদস্য।*

# যাচাই-বাছাই শেষে ১৬ অধ্যাদেশ নিয়ে সিদ্ধান্ত

*২-এর পৃষ্ঠার পর* অধ্যাদেশ। গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেটার বৈধতা আছে।’ এ সময় চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনিও বক্তব্য দেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, গণভোটের বিষয়ে নতুন করে আইন করে আগামীতে তো এর উপরে কোনো গণভোট হবে না। ভবিষ্যতে যদি কোনো গণভোট করতেই হয়, আইদার (দুটির মধ্যে যে কোনো একটি) সাংবিধানিক গণভোট হবে আর্টিকেল ১৪২ অনুসারে, অথবা যদি সংবিধানের বাইরে, যেহেতু সংবিধানে এমন কিছু বলা নাই যে, আর কোনো গণভোট কোনো বিষয়ে করতে পারবে না সরকার চাইলে। সুতরাং সেটা যদি করতে চায় অন্য কোনো বিষয়ে, সেটা আলাদা একটি আইন করতে হবে... সুতরাং এটা হুমকি দেওয়ার কোনো বিষয় নেই। এটার বৈধতা তো আছেই। অবৈধ তো বলছি না।’ আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেন, জাতীয় সংসদে তিন থেকে চারটি অধ্যাদেশের ওপর অনেক প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছে; যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ ও সুপ্রিমকোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে। বিরোধী দলগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে আইনমন্ত্রী বলেন, যারা বলছেন, আমরা শক্তিশালী মানবাধিকার কমিশন চাই না, সুপ্রিমকোর্ট সচিবালয় চাই না কিংবা বিচারপতি নিয়োগে স্বচ্ছতা চাই না, তাদের জন্য এটি একটি স্পষ্ট বার্তা যে, বিএনপি তার নির্বাচনি অঙ্গীকারের অংশ হিসাবে এসব আইনকে আরও বেশি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও যুগোপযোগী করতে চায়। এ কারণেই সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশগুলোর বিলে বলেছি, অংশীদারদের সঙ্গে অধিকতর পরামর্শ ও যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন।

গুমসংক্রান্ত আইন প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, গুমের সংজ্ঞা ও বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে আইনে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে আইনি জটিলতা তৈরি করতে পারে। এ কারণে বিষয়টি আরও বিশদভাবে পর্যালোচনা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জারি হওয়া ১২২টি অধ্যাদেশের মধ্যে মাত্র ৫৪টি আইনে পরিণত হয়েছিল, বাকিগুলো বাতিল হয়ে যায়। তুলনামূলকভাবে বর্তমান সরকার অধিকসংখ্যক অধ্যাদেশ আইনে রূপান্তর করেছে। যেসব অধ্যাদেশ এখনো আইনে পরিণত হয়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রেও আমাদের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ও সদিচ্ছা রয়েছে।

আসাদুজ্জামান বলেন, আমি পার্লামেন্টে উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলাম, বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা সব পড়েছেন, শুধু এতটুকু পড়েননি যতটুকুতে সরকারের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি দেওয়া আছে। যে আইনের প্রিয়েম্বলে জেনারেলি বলা থাকে না যে উপস্থাপনা এবং প্রস্তাবনা, প্রস্তাবনা সম্বলিত জায়গায় আমরা দিয়েছি। এটা হলো আমাদের স্বচ্ছতার জায়গা। আইনমন্ত্রী বলেন, আজকে আমি আমার অফিসকে বলেছি। ১৫ মে’র পর মানবাধিকার কমিশনের আইন নিয়ে আমরা ডিসকাশনের উদ্যোগ নিয়েছি। যেকোনো দিন হয়তো স্টেকহোল্ডারদের ডাকব, আপনারা জেনে যাবেন। এভাবে একটি একটি অধ্যাদেশ নিয়ে আলোচনা করব। একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত একজন আইন বিশেষজ্ঞের লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধ্যাদেশ কখন জারি করার প্রয়োজন হয়, খুব ইমার্জেন্সি কোনো কিছু হলে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে ১৩৩টি গণহারে যে অধ্যাদেশ করে গেছেন, এর মৌলিক প্রয়োজনীয়তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন ওই আইন বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, মৌলিক প্রয়োজনীয়তা এবং ভেরি ফান্ডামেন্টাল এটি। কিন্তু আমরা ওই বিবেচনাতে আনিনি, পার্লামেন্টের কাছে আমরা খুব স্বচ্ছ। স্বচ্ছতার সঙ্গেই যেভাবে আনা প্রয়োজন আমরা সেভাবে এনেছি।

সংবাদ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বেশির ভাগ কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দিতে যাচ্ছে বিএনপি সরকার। বিশেষ পরিস্থিতিতে গঠিত ওই সরকারের দু-একটি কর্মকাণ্ড বৈধতা পাবে না। গণভোট নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাংবিধানিকভাবে যে গণভোট এই গণভোট (১২ ফেব্রুয়ারির) সেই গণভোট না। গণভোট অধ্যাদেশ অনুযায়ী গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই গণভোটের বৈধতাও রয়েছে। এ জন্য নতুন করে ওই অধ্যাদেশকে আইন করার প্রয়োজন নেই। অন্তর্বর্তী সরকারের সব বিষয়াবলি যখন আমরা বৈধতা দেব সাংবিধানিকভাবে, চতুর্থ তফসিলে তখন তাদের এসব কর্মকাণ্ড বৈধতা পেয়ে যাবে। কারণ ওই আইনের আলোকে তো নতুন করে গণভোট হবে না। যদি গণভোট করতে হয় তখন সাংবিধানিকভাবে অথবা সংবিধানের বাইরে গণভোট করতে হলে আলাদা একটি আইন পাস করতে হবে। বিরোধী দলের উদ্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গণভোট নিয়ে হুমকি দেওয়ার কিছু নেই। বৈধতা তো আছেই, অবৈধ তো বলছি না। সুতরাং চতুর্থ তফসিলে যখন বিগত সরকারের সব কর্মকাণ্ডকে দু-একটি বাদে বৈধতা দেওয়া হবে, তখন সেটা লেজিটিমেট হয়ে যাবে। যেসব ইস্যুতে বিরোধী দলের সংসদ-সদস্যরা ওয়াকআউট করেছেন, কিছু কিছু তথ্য সঠিক ছিল না বলে তিনি উল্লেখ করেন। একই সংবাদ সম্মেলনে চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি বলেন, স্বচ্ছভাবে বিলগুলো আনতে চাই। ১২ এপ্রিলের মধ্যে বিলগুলো পাশ হলে আলোচনার সুযোগ থাকত না। আমরা বিলগুলো আনব, অপব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই।

# সেই ১০ ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দোকান ও ফাস্টফুড রেস্টুরেন্টে সাজানো ডাকাতি চালায়। এসব ঘটনায় তথাকথিত 'ডাকাত' আগ্নেয়াস্ত্র সদৃশ বস্তু দেখিয়ে দোকান কর্মচারীদের ভয় দেখাত এবং নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়ে যেত। পুরো ঘটনাটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধারণ করা হতো।

এরপর দোকানের কর্মচারীরা কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে পুলিশে খবর দিতেন, যাতে ঘটনাটি বাস্তব বলে মনে হয়। অভিযোগ রয়েছে, এই 'ভুক্তভোগীরা' চক্রের মূল সংগঠককে অর্থ প্রদান করতেন এবং দোকান মালিকদেরও এ কাজে অংশ নিতে অর্থ দেওয়া হতো।

এই চক্রের মূল সংগঠক রামভাই প্যাটেল এবং সহযোগী বালউইন্ডার সিং আগেই গ্রেপ্তার হয়ে ২০২৫ সালের মে মাসে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। নতুন করে অভিযুক্ত ১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা হয় এই সাজানো ডাকাতির ব্যবস্থা করেছেন, নয়তো নিজের বা পরিবারের সদস্যদের 'ভুক্তভোগী' হিসেবে দেখানোর জন্য অর্থ প্রদান করেছেন।

অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন বর্তমানে অভিবাসন কর্তৃপক্ষের হেফাজতে রয়েছেন এবং দোষী প্রমাণিত হলে তাদের সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড, তিন বছর তত্ত্বাবধানে মুক্তি এবং ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। পাশাপাশি সাজা শেষে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে।

এই মামলার তদন্তে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই), অভিবাসন কর্তৃপক্ষসহ একাধিক সংস্থা যৌথভাবে কাজ করেছে।

# নিউইয়র্কের মেডিকেইড তদন্তে 'ভুল স্বীকার' ফেডারেল প্রশাসনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তদন্ত এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে, আর স্বাস্থ্য বিশ্লেষকরা বলছেন এটি ফেডারেল পর্যায়ের বৃহৎ জালিয়াতি-বিরোধী অভিযানের বিশ্বাসযোগ্যতাকেই দুর্বল করে দিতে পারে।

অ্যাসোসিয়েট প্রেস (এপি) তাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি তদারকির দায়িত্বে থাকা সেন্টার্স ফর মেডিকেইড সার্ভিস (সিএমএস) স্বীকার করেছে, নিউইয়র্কের মেডিকেড কর্মসূচি নিয়ে তাদের পূর্বের কিছু তথ্য ভুল ছিল। বিশেষ করে ব্যক্তিগত পরিচর্যা সেবা (পার্সোনাল কেয়ার সার্ভিসেস) গ্রহণকারীর সংখ্যা নিয়ে বড় ধরনের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

সিএমএস-এর প্রশাসক ড. মেহমেত ওজ আগে দাবি করেছিলেন, নিউইয়র্কে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ এই সেবা পাচ্ছেন। যা মোট উপকারভোগীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। তিনি এটিকে "অস্বাভাবিক" বলে উল্লেখ করেন এবং রাজ্যকে তাদের কর্মসূচি নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলেন।

তবে পরে সিএমস জানায়, প্রকৃত সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার, যা মোট উপকারভোগীর মাত্র ৬ থেকে ৭ শতাংশ। সংস্থাটি স্বীকার করেছে, তারা বিলিং পদ্ধতি ভুলভাবে বিশ্লেষণ করেছিল এবং এখন তা সংশোধন করা হয়েছে।

এই ভুল সামনে আসার পর স্বাস্থ্য নীতিবিদরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, এমন একটি মৌলিক তথ্য ফোনালাপেই পরিষ্কার করা সম্ভব ছিল, কিন্তু তা না করে বড় ধরনের তদন্ত শুরু করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াগত ত্রুটি নির্দেশ করে।

অন্যদিকে নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এই ভুলকে "তথ্য আড়াল করার চেষ্টা" হিসেবে উল্লেখ করেছে। গভর্নর ক্যাথি হোকুল-এর দপ্তর জানিয়েছে, সিএমএস এর প্রাথমিক দাবি "সম্পূর্ণ ভুল" ছিল এবং তা স্বীকার করায় তারা সন্তুষ্ট।

তবে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তদন্ত এখনো চলমান। তাদের মতে, নিউইয়র্কে প্রতি উপকারভোগী খরচ তুলনামূলক বেশি, ব্যক্তিগত পরিচর্যা খাতে ব্যয়ও বেশি, এবং এই খাতে কর্মসংস্থানও অস্বাভাবিকভাবে বড় যা আরও পর্যালোচনার দাবি রাখে।

এই তদন্ত শুধু নিউইয়র্কেই সীমাবদ্ধ নয়। ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা, মিনেসোটা -সহ আরও কয়েকটি অঙ্গরাজ্যেও স্বাস্থ্যসেবা জালিয়াতি নিয়ে তদন্ত চলছে। একইসঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এর নেতৃত্বে একটি ফেডারেল টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে, যা সরকারি সুবিধা কর্মসূচিতে জালিয়াতি ঠেকাতে কাজ করবে।

তবে সমালোচকরা বলছেন, এই ধরনের তদন্ত রাজনৈতিক রূপ নিচ্ছে এবং সমন্বিতভাবে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে বিরোধ তৈরি করছে। তাদের মতে, জালিয়াতি প্রতিরোধ অবশ্যই জরুরি, তবে তা নিরপেক্ষ ও তথ্যভিত্তিক হওয়া উচিত।

এছাড়া সিএমএস প্রশাসকের আরও কিছু মন্তব্য নিয়েও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি দাবি করেছিলেন যে ব্যক্তিগত পরিচর্যা সেবার যোগ্যতা নির্ধারণে নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাস্তবে নিয়ম আরও কঠোর করা হয়েছে।

একইভাবে, এই সেবাগুলোকে "পরিবারের সদস্যরা সাধারণত করে থাকে" বলে মন্তব্য করাও সমালোচনার মুখে পড়ে। অনেক সুবিধাভোগী জানিয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই সেবা অপরিহার্য এবং পরিবারের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা বাস্তবসম্মত নয়।

# সাবেক বসনিয়ান নারীর কারাদণ্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়ে নাগরিকত্ব অর্জন করেছিলেন।

প্রসিকিউশনের তথ্য অনুযায়ী, বসনিয়া যুদ্ধের সময় নাদা টমানিক জুলফিকার স্পেশাল ইউনিট এর সদস্য ছিলেন এবং বন্দিদের পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন। ওই সময় বন্দিদের ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার অভিযোগ ওঠে। সাক্ষ্য অনুযায়ী, এক বন্দিকে মারধর করে হত্যার ঘটনায়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী তদন্তকারীদের বলেন, তিনি নিজ চোখে দেখেছেন কীভাবে ওই নারী বন্দিকে চড়, লাথি এবং মারধর করেছেন, যখন সে গুরুতর আহত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে ছিল।

অন্য সাক্ষ্যগুলোতে বলা হয়েছে, বন্দিদের লাঠি, রাইফেল ও অন্যান্য বস্তু দিয়ে প্রহার করা হতো এবং তাদের ওপর অপমানজনক আচরণ চাপিয়ে দেওয়া হতো। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি সামনে আসে, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি অভিবাসন জালিয়াতির অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন।

আদালতে প্রসিকিউটররা যুক্তি দেন, যুদ্ধাপরাধ গোপন করার মতো গুরুতর বিষয় বিবেচনায় কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। তারা দীর্ঘমেয়াদি সাজা চাইলেও বিচারক তুলনামূলক কম, ৩০ মাসের কারাদণ্ড দেন।

অন্যদিকে, আসামিপক্ষ দাবি করে, যুদ্ধের সময় তিনি তরুণ ছিলেন এবং কঠিন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তাদের যুক্তি ছিল, সেই সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে তার কর্মকাণ্ড বিচার করা উচিত।

রায়ের ফলে তার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব আগেই বাতিল করা হয়েছে এবং কারাদণ্ড শেষে তাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে। তিনি ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন এবং দীর্ঘদিন একটি গুদামঘরে কাজ করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছিলেন।


ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.



Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
( Operate by JH office)
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই

Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438



AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

# সহজেই পেতে পারেন বাড়তি সময়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাড়ানোর জন্য সাধারণত নাম, ঠিকানা, সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর এবং আনুমানিক করের পরিমাণ উল্লেখ করতে হয়। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় বাড়ানো গেলেও কর পরিশোধের সময় কিন্তু বাড়ে না। অর্থাৎ, যদি কারও কর বকেয়া থাকে, তাহলে তা অবশ্যই ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে।

কর বিশেষজ্ঞদের মতে, অনেকেই ভুল করে মনে করেন যে সময় বাড়ালে কর দেওয়ার ক্ষেত্রেও ছাড় পাওয়া যায়, যা সঠিক নয়। নির্ধারিত সময়ে কর পরিশোধ না করলে জরিমানা ও সুদ আরোপ হতে পারে।

যেসব ক্ষেত্রে সময় বাড়ানো প্রয়োজন হতে পারে, তার মধ্যে অন্যতম হলো প্রয়োজনীয় তথ্য বা নথি হাতে না থাকা। বিশেষ করে তৃতীয় পক্ষ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক তথ্য দেরিতে পাওয়া গেলে করদাতারা সমস্যায় পড়েন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সময় বাড়িয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

সময় বাড়ানোর জন্য করদাতারা অনলাইনে আবেদন করতে পারেন, যা সবচেয়ে দ্রুত ও নিরাপদ পদ্ধতি। এছাড়া ফরম ৪৮৬৮ পূরণ করে ডাকযোগেও পাঠানো যায়, তবে সময়সীমার কাছাকাছি হলে ডাক বিলম্বের ঝুঁকি থাকতে পারে।

যদি কারও কর বকেয়া থাকে, তাহলে অনলাইনে পেমেন্ট করার সময় "এক্সটেনশন" নির্বাচন করলেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সময় বাড়ানোর আবেদন হিসেবে গণ্য হবে।

অন্যদিকে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন জমা না দিলে বড় অঙ্কের জরিমানার মুখে পড়তে হতে পারে। সাধারণত প্রতি মাসে বকেয়া করের ৫ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা ধার্য হতে পারে, যা সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এছাড়া কর পরিশোধে বিলম্ব হলে আলাদাভাবে সুদও যোগ হয়।

যারা নির্ধারিত সময়ে পুরো অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন না, তাদের জন্য কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থাও রয়েছে। এ ক্ষেত্রে করদাতারা একটি পেমেন্ট প্ল্যানের জন্য আবেদন করতে পারেন, যা অনুমোদিত হলে নির্দিষ্ট সময়ে কিস্তির মাধ্যমে কর পরিশোধ করা যায়।

বিশেষজ্ঞরা আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন, ফেডারেল ট্যাক্সের পাশাপাশি অঙ্গরাজ্যের ট্যাক্স জমার সময়সীমাও একই সময়ে হতে পারে। তাই ফেডারেল রিটার্নের জন্য সময় বাড়ালেও অঙ্গরাজ্যের নিয়ম আলাদাভাবে যাচাই করা জরুরি।

সব মিলিয়ে, সময়মতো ট্যাক্স জমা দেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ পথ। তবে প্রয়োজনে সহজ নিয়মে সময় বাড়ানোর সুযোগ থাকায় করদাতারা কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন।

# বছরে রাষ্ট্রের ক্ষতি শতকোটি টাকা

১১-এর পৃষ্ঠার পর

মধ্যে মাত্র ৩০ শতাংশ তেল বিক্রি হয় দেশীয় এয়ারলাইন্সে। বাকি তেল বিক্রি হয় ৩০টির বেশি বিদেশি এয়ারলাইন্সের কাছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলো স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক-এসসিবি, এইচএসবিসি এবং সিটি ব্যাংক এনএর মাধ্যমে ডলারে তেল কেনার বিল পরিশোধ করে। বিপিসির বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান পদ্মা অয়েলই কেবল জেট ফুয়েল বিক্রি করে এয়ারলাইন্সগুলোতে। অথচ পদ্মা অয়েলের কোনো এফসি (ফরেন কারেন্সি) অ্যাকাউন্ট নেই।

তাই তারা বিদেশি এয়ারলাইন্সের ডলার ওই দিনের টিটি ক্লিন (টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার) রেটে (বর্তমানে টিটি ক্লিন প্রতি ডলার ১২২ দশমিক ২০০ টাকা হারে) বিদেশি ব্যাংকগুলোর কাছে। যার পরিমাণ বছরে ৫০ কোটি ডলারের মতো। সেই টাকা পদ্মা অয়েল পাঠিয়ে দেয় বিপিসির কাছে। বিপিসি প্রতিবছর কমপক্ষে ৬০০ কোটি ডলারের জ্বালানি তেল আমদানি করে। এই তেল আমদানির সময় বিপিসি আবার বিদেশি বা অন্য কোনো ব্যাংক থেকে বিসি (বিলস ফর কালেকশন) সেলিং রেটে ( বর্তমানে প্রতি ডলার ১২৩ দশমিক ২৫০০ ডলার হিসাবে) ডলার কিনে থাকে।

বিপিসি হিসাব করে দেখেছে, এভাবে জেট ফুয়েলে প্রতি লিটারে ডলার বিক্রি এবং পুনরায় ক্রয়ে সরকারের লোকসান হয় ২ টাকা হারে। বছরে ১ লাখ টনের বেশি দেশি-বিদেশি এয়ারলাইন্সে জেট ফুয়েল ব্যবহার হয়। যার পুরোটাই আমদানি করে বিপিসি।

বিপিসি গত ১ বছরে বিদেশি এয়ারলাইন্সে তেল বিক্রি করেছে ৩ লাখ ৭৭ হাজার টনের বেশি। এই হিসাবে ১ বছরেই লোকসান হয়েছে ১০০ কোটি টাকার মতো।

অভিযোগ আছে, বিদেশি ব্যাংক এবং পদ্মা অয়েলের কয়েক কর্মকর্তা মিলে ডলারগুলো টাকায় পরিণত করার ব্যবসা করছেন। বিদেশি এয়ারলাইন্সের কাছে তেল বিক্রির ডলার যাতে সরাসরি বিপিসির অ্যাকাউন্টে যায় সেই সিদ্ধান্ত নিতে ২০২১ সালের ২৬ ডিসেম্বর একটি জরুরি সভা হয়েছিল।

সভায় সোনালী ব্যাংকের তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক আলী আশরাফ তার ব্যাংকে এফসি (ফরেন কারেন্সি) অ্যাকাউন্ট খুলে বিদেশি গ্রাহককে (এয়ারলাইন্স এবং জাহাজ) তেল বিক্রির মূল্য ডলারে সংগ্রহের জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু ২০২১ সালের পর এ বিষয়ে আর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এরপর নানা বাহানা দেখিয়ে বিদেশি এয়ারলাইন্সে বিল টাকায় নেওয়া হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর ২০২৫ সালের অক্টোবরে বিপিসির বাণিজ্যিক শাখা থেকে এ বিষয়ে আবার তাগাদা দেওয়া হয়। শুরু হয় নড়াচড়া। বিপিসির অর্থ বিভাগ থেকে এ ব্যাপারে তাগাদা দেওয়া হয় হিসাব বিভাগকে।

২৩ অক্টোবর বিপিসির মহাব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মোরশেদ হোসাইন আজাদ এসসিবিকে এক চিঠি দিয়ে জানান, এখন থেকে বিদেশি এয়ারলাইন্সে তেল বিক্রির ডলার বিপিসির এফসি অ্যাকাউন্টে জমা হবে। এ ক্ষেত্রে এসসিবি বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নেবে। চিঠিতে আরও বলা হয়, সোনালী ব্যাংক শহীদ আবরার ফাহাদ করপোরেট শাখায় বিপিসির একটি এফসি অ্যাকাউন্ট আগে থেকেই আছে। বিদেশি এয়ারলাইন্সের ডলার স্থানান্তর করতে ওই এফসি অ্যাকাউন্টের পরিবর্তে অন্য কোনো এফসি অ্যাকাউন্টের দরকার হলে এসসিবি বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেবে।

বিপিসির ওই চিঠির পর ২৭ অক্টোবর এসসিবি জানায়, বিদেশি এয়ারলাইন্সের তেল বিক্রির ডলার বিপিসির অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠাতে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে এতে তারা কিছু শর্ত জুড়ে দেয়।

বিদেশি এয়ারলাইন্সের ডলার এত দিন কেন সরাসরি বিপিসির অ্যাকাউন্টে জমা হয়নি-এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে এসসিবির পরিচালক (ব্যাংকিং লেনদেন) মোহাম্মদ সোহাইব কথা বলতে রাজি হননি।

জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক ফারজানা রহমান ৮ মার্চ এক চিঠি দিয়ে বিপিসির নামে একটি এফসি অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমতি দেন। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, বিপিসির এফসি অ্যাকাউন্ট থেকে তেল আমদানির বিল পরিশোধ করা যাবে। এ ব্যাপারে বারবার চেষ্টা করেও বিপিসির পরিচালক (অর্থ) নাজনীন পারভীনের মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

# নিউইয়র্কে 'সিটির গ্রোসারি স্টোর' চালু হবে ইস্ট হারলেমে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিকল্পনা অনুযায়ী, লা মারকেটাকে আধুনিকায়ন করে ২০২৭ সালের মধ্যেই সেখানে এই গ্রোসারি স্টোর চালু করা হবে। পাশাপাশি মেয়রের মেয়াদকালের মধ্যেই নিউইয়র্কের পাঁচটি বরোতে পাঁচটি সিটি-পরিচালিত গ্রোসারি স্টোর স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন করে ভবন নির্মাণের বদলে বিদ্যমান কাঠামো সংস্কার করেই এসব স্টোর চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এসব স্টোর পরিচালনায় বেসরকারি গ্রোসারি অপারেটরদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করা হবে। তবে মূল্য নির্ধারণ, শ্রমনীতি ও পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সিটির সরাসরি ভূমিকা থাকবে, যাতে ভোক্তারা ন্যায্য দামে মানসম্মত পণ্য পান।

মেয়র মামদানী বলেন, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো যখন খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে, তখন পণ্যের দাম বাড়ে কিন্তু মানুষের আয় বাড়ে না। ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবার, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বাস্তবতায় সিটি প্রশাসন একটি 'পাবলিক অপশন' বা বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়, যাতে সবার নাগালে সাশ্রয়ী মূল্যে খাবার পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

ঐতিহাসিকভাবে লা মারকেটা নিউইয়র্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যকেন্দ্র। ১৯৩৬ সালে তৎকালীন মেয়র ফিওরেলো লা গার্ডিয়া এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এটি ছিল প্রায় ৪০০ ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতার স্থায়ী বাজার, যেখানে প্রতিদিন প্রায় ২৫ হাজার মানুষ কেনাকাটা করতেন। সময়ের সঙ্গে এর গুরুত্ব কিছুটা কমে গেলেও, নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে আবারও এটিকে সক্রিয় খাদ্যকেন্দ্রে পরিণত করার আশা করছে প্রশাসন।

ইস্ট হারলেম দীর্ঘদিন ধরেই আর্থিক চাপে থাকা একটি এলাকা হিসেবে পরিচিত। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, এখানে প্রায় ৩৮ শতাংশ পরিবার গত বছরে সরকারি সহায়তা (স্নাপ) পেয়েছে এবং প্রায় ৫৯ শতাংশ পরিবার মৌলিক চাহিদা মেটাতে হিমশিম খায়। ফলে এই এলাকায় সাশ্রয়ী মূল্যের গ্রোসারি স্টোর চালু হলে তা স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য বড় সহায়ক হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা মনে করেন, এই স্টোর শুধু সস্তা খাবারই দেবে না, বরং স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্যপণ্যও সরবরাহ করবে। এতে অভিবাসী ও বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষ উপকৃত হবে।

মেয়র মামদানি জোর দিয়ে বলেন, খাদ্য কোনো বিলাসিতা নয়, এটি মানুষের মৌলিক অধিকার। তাই কেউ যেন একাধিক চাকরি করেও খাবার কিনতে হিমশিম না খায় এই লক্ষ্য নিয়েই সিটি প্রশাসন কাজ করছে।

# বাংলাদেশি নারীকে হত্যার ভিডিও 'অভিবাসন বিরোধী অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার ট্রাম্পের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার রোলবার্ট জোয়াকিন (৪০), যিনি হাইতি থেকে ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন ও সাময়িক সুরক্ষায় এদেশে অবস্থান করছিলেন। সম্প্রতি তার সে সুরক্ষা বাতিল হয়ে যায়। আগামী ৪ মে তার বিরুদ্ধে আদালতে আনুষ্ঠানিক শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

নিরাপত্তা ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, প্রথমে অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি গাড়িতে আঘাত করছিলেন। পরে ভুক্তভোগী নারী বাইরে এসে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি হঠাৎ করে তার ওপর হামলা চালান। একাধিকবার আঘাত করার পর ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন অভিযুক্ত।

পরে পুলিশ তাকে কাছাকাছি এলাকা থেকে আটক করে এবং তিনি অপরাধ স্বীকার করেছেন বলে জানানো হয়। তার বিরুদ্ধে হত্যা ও সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগ আনা হয়েছে। আগামী ৪ মে তার বিরুদ্ধে আদালতে আনুষ্ঠানিক শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

এদিকে এই ঘটনার ভিডিও নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি এই ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের কারণে বাড়তে থাকা অপরাধের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন এবং কঠোর অভিবাসন নীতির পক্ষে যুক্তি দেন।

ট্রাম্প তার পোস্টে এই ঘটনাকে "অত্যন্ত নৃশংস" আখ্যা দিয়ে অভিযুক্তকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। তিনি দাবি করেন, অভিবাসন নীতির দুর্বলতার কারণে এ ধরনের অপরাধ ঘটছে।

তবে মানবাধিকার সংগঠন ও অভিবাসন অধিকারকর্মীরা ট্রাম্পের এই অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তারা বলেন, একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো অভিবাসী সম্প্রদায়কে দোষারোপ করা অন্যায় ও ক্ষতিকর।

একজন অধিকারকর্মী বলেন, "একজন ব্যক্তির অপরাধ পুরো একটি জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে না। এই ধরনের ঘটনা ব্যবহার করে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো উচিত নয়।"

# অভিবাসন ইস্যুতে নতুন কৌশলে ট্রাম্পের উপদেষ্টা স্টিফেন মিলার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ অভিবাসন অভিযানের সময় দুই মার্কিন নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনা বড় ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি করে। এই ঘটনার পর মিলার প্রথমদিকে কঠোর অবস্থান নিলেও পরে কিছুটা সুর নরম করেন এবং স্বীকার করেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষ থেকে ভুল হয়ে থাকতে পারে।

বর্তমানে ৪০ বছর বয়সী এই প্রভাবশালী উপদেষ্টা এক ধরনের সন্ধিক্ষণে রয়েছেন। একদিকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে কঠোর অভিবাসন নীতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, অন্যদিকে সাম্প্রতিক বিতর্ক তার কৌশলে কিছুটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, তার নীতিগুলো অভিবাসন আটক ও বহিষ্কারের সংখ্যা বাড়াতে কার্যকর হলেও, একই সঙ্গে এটি যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ও জাতীয় পরিচয় নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক বিভাজনও তৈরি করেছে।

মিলারের প্রস্তাবিত কিছু নীতির মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট দেশ থেকে অভিবাসন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা– যা তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে "পুনরুদ্ধার" করার প্রয়োজনীয়তা হিসেবে তুলে ধরেছেন। যদিও এ ধরনের প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে।

# যুক্তরাষ্ট্রে তিন মাসেই হামে আক্রান্ত ১,৬৭১ জন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ২,২৮৬টি হাম রোগী শনাক্ত হয়েছিল এবং ৪৮টি প্রাদুর্ভাব রিপোর্ট করা হয়, যেখানে ২০২৪ সালে প্রাদুর্ভাব ছিল মাত্র ১৬টি। এই প্রবণতা দেখাচ্ছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সংক্রমণ ও প্রাদুর্ভাবের হার দ্রুত বাড়ছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় পরিস্থিতি আরও স্পষ্টভাবে উদ্বেগ তৈরি করছে। স্যাক্রামেন্টো কাউন্টিতে নতুন করে দুইজন আক্রান্ত শনাক্ত হওয়ার পর রাজ্যজুড়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ জনে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সর্বশেষ যে ক্লাস্টারটি শনাক্ত হয়েছে, সেখানে আক্রান্তরা সবাই টিকা না নেওয়া শিশু। জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা অলিভিয়া কাসিরায় বলেন, এই ঘটনা প্রমাণ করে হাম কত দ্রুত ছড়াতে পারে এবং কেন টিকাদান এত গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে লস এঞ্জেলেস কাউন্টিতেও সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের পরিচালক শ্যারন বাল্টার সতর্ক করে বলেন, একবার এই রোগ ছড়াতে শুরু করলে তা খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

অন্যদিকে নিউইয়র্ক-এ এখন পর্যন্ত সংক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম থাকলেও সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি-তে ৪টি এবং রাজ্যের অন্যান্য এলাকায় আরও ৪টি মোট ৮টি সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। ২০২৫ সালে যেখানে মোট ৪৮টি সংক্রমণ ছিল, সেখানে এবারের সংখ্যা কম হলেও স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন, পরিস্থিতি অবহেলা করার সুযোগ নেই। কারণ হাম অত্যন্ত সংক্রামক এবং আক্রান্ত ব্যক্তি কাশি বা হাঁচির মাধ্যমে ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে পারে, যা বাতাসে বা কোনো পৃষ্ঠে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত সক্রিয় থাকতে পারে।

হাম একটি ভাইরাসজনিত রোগ, যার উপসর্গ সাধারণত সংক্রমণের ৭ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে দেখা দেয়। উচ্চ জ্বর, সর্দি, কাশি, চোখ লাল হওয়া এবং পরে শরীরে লালচে ফুসকুড়ি ছড়িয়ে পড়া এর প্রধান লক্ষণ। গুরুতর ক্ষেত্রে এটি নিউমোনিয়া, মস্তিষ্কে প্রদাহ, গর্ভপাত, অকাল প্রসব এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে, বিশেষ করে শিশুদের জন্য ঝুঁকি বেশি।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলছেন, এমএমআর টিকাই এই রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। যারা দুই ডোজ টিকা নিয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে প্রায় ৯৭ শতাংশ পর্যন্ত সুরক্ষা পাওয়া যায়। টিকাদানের হার কমে গেলে হাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় আকারের প্রাদুর্ভাব তৈরি করতে পারে। তাই শিশুদের সময়মতো টিকা দেওয়া এবং প্রাপ্তবয়স্কদের টিকা স্ট্যাটাস যাচাই করা এখন অত্যন্ত জরুরি

# আলোচনা ব্যর্থ, ইরানের বন্দর অবরোধের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

প্রথম পৃষ্ঠার পর দেশটির সব বন্দর ও উপকূলীয় এলাকায় নৌ চলাচল অবরোধের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার থেকে এই অবরোধ কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনী।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক কমান্ড জানিয়েছে, সোমবার সকাল ১০টা (পূর্বাঞ্চলীয় সময়) থেকে ইরানের বন্দর ও উপকূলীয় এলাকায় প্রবেশ এবং সেখান থেকে বের হওয়া সব ধরনের জাহাজের ওপর অবরোধ কার্যকর করা হবে।

কর্তৃপক্ষ জানায়, এই অবরোধ সব দেশের জাহাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে এবং আরব উপসাগর ও ওমান উপসাগরে অবস্থিত ইরানের সব বন্দর এর আওতায় পড়বে। তবে যেসব জাহাজ ইরানের বন্দরে না গিয়ে শুধু হরমুজ প্রণালি দিয়ে অন্য বন্দরের দিকে চলাচল করবে, তাদের পথে বাধা দেওয়া হবে না।

এর আগে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এক দশকের বেশি সময় পর এটি ছিল দুই দেশের প্রথম সরাসরি বৈঠক এবং ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সংলাপগুলোর একটি। তবে দীর্ঘ আলোচনার পরও যুদ্ধ বন্ধে কোনো চুক্তি হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, আন্তর্জাতিক জলসীমায় এমন যেকোনো জাহাজ আটক করা হবে যারা ইরানকে টোল দিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে তিনি সতর্ক করে বলেন, কেউ যদি অবৈধ টোল দিয়ে সমুদ্রপথে চলাচল করে, তবে নিরাপদে পার হতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, কোনো ইরানি বাহিনী যদি যুক্তরাষ্ট্র বা শান্তিপূর্ণ জাহাজের দিকে হামলা চালায়, তবে কঠোর জবাব দেওয়া হবে।



২০২৬ সালের ১২ এপ্রিল, ওমানের মুসানদাম প্রদেশের উপকূলের কাছে হরমুজ প্রণালিতে একটি জাহাজ। ছবি রয়টার্স

তিনি আরও জানান, হরমুজ প্রণালিতে ইরান যে সমুদ্র মাইন পেতে রেখেছে বলে অভিযোগ রয়েছে, তা অপসারণের কাজও শুরু করবে মার্কিন নৌবাহিনী। বিশ্বে জ্বালানি সরবরাহের প্রায় ২০ শতাংশ এই প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়।

অবরোধের ঘোষণার পর আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম দ্রুত বেড়ে যায়। এশিয়ার বাজারে সোমবার সকালে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারের বেশি ছাড়িয়ে যায়। একই সঙ্গে মার্কিন ডলার শক্তিশালী হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারের ভবিষ্যৎ সূচক কমে যায়।

এদিকে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী সতর্ক করে বলেছে, হরমুজ প্রণালির কাছে কোনো সামরিক জাহাজ এগিয়ে এলে তা যুদ্ধবিরতির লঙ্ঘন হিসেবে ধরা হবে এবং কঠোর জবাব দেওয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানান, ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ পুরোপুরি বন্ধ করা, প্রধান সমৃদ্ধকরণ স্থাপনা ভেঙে ফেলা এবং উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম হস্তান্তরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। পাশাপাশি হামাস, হিজবুল্লাহ ও হুথি গোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন বন্ধের দাবিও মানেনি তেহরান।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেন, সমঝোতার খুব কাছাকাছি পৌঁছেও যুক্তরাষ্ট্র কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং নতুন শর্ত আরোপ করেছে।

অন্যদিকে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান বলেন, আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোর মধ্যে ফিরে এলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সুষম ও ন্যায্য চুক্তি করা সম্ভব।

বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধবিরতি টিকে থাকলেও উপসাগরীয় অঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক হতে সময় লাগতে পারে। এতে বিশ্বজুড়ে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ আরও বাড়তে পারে।

# ব্যর্থ বৈঠক, ঝুঁকিতে যুদ্ধবিরতি

২-এর পৃষ্ঠার পর নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রিসভার সদস্য জিভ এলকিন আর্মি রেডিওকে বলেছেন, আলোচনার পথ এখনো খোলা আছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, ইরানিরা আগুন নিয়ে খেলছে।

যুদ্ধবিরতি টিকিয়ে রাখার আহ্বান : শান্তি আলোচনা শেষে প্রতিনিধিরা ফিরে গেলেও ৭ এপ্রিল শুরু হওয়া দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি টিকিয়ে রাখা 'অত্যন্ত জরুরি' বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। তিনি বলেন, আলোচনার সুযোগ এখনো শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের অবশ্যই যুদ্ধবিরতি টিকিয়ে রাখতে হবে। এটা ভেস্তে গেলে পুরো বিশ্বই হুমকিতে পড়বে। তবে ইসরাইল বলছে, লেবাননে তাদের অভিযান মার্কিন-ইরান যুদ্ধবিরতির অংশ নয়। রোববারও লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিতে ইসরাইলি হামলায় কালো ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে। ইসরাইলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা রাতে হিজবুল্লাহর রকেট লঞ্চারে হামলা চালিয়েছে। জবাবে লেবানন থেকে রকেট ছোড়া হলে সীমান্তঘেঁষা ইসরাইলি গ্রামগুলোয় সাইরেন বেজে ওঠে। অথচ ইরানের অন্যতম প্রধান দাবি হলো, লেবাননেও যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে হবে।

হরমুজ প্রণালি ও অন্যান্য দাবি : ইরানের অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে-হরমুজ প্রণালির নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ও ট্রানজিট ফি আদায়, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং বিদেশে আটকে থাকা সম্পদ ছাড়। অন্যদিকে, ট্রাম্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো প্রণালি দিয়ে অবাধ জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করা। রোববার সংবাদ সম্মেলনে জেডি ভ্যান্স হরমুজ প্রণালি নিয়ে কোনো কথা বলেননি। তবে শনিবার যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর প্রথমবার তেলভর্তি তিনটি সুপারট্যাংকার প্রণালি পার হয়েছে। শিপিং ডেটা অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির পর উপসাগর থেকে বের হওয়া এগুলোই প্রথম জাহাজ। তবে এখনো শত শত ট্যাংকার দুই সপ্তাহের এই যুদ্ধবিরতির মধ্যে উপসাগর থেকে বের হওয়ার অপেক্ষায় আটকে আছে।

কেন ভেস্তে গেল আলোচনা : যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, ইরান ভবিষ্যতে কখনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না-এমন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই আলোচনা ভেস্তে গেছে। যদিও ইরান শুরু থেকেই দাবি করে আসছে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কোনো উচ্চাভিলাষ তাদের নেই। অন্যদিকে ইরানের দাবি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের 'অযৌক্তিক ও অতিরিক্ত' দাবির কারণেই মূলত ইসলামাবাদ আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া তেহরানের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে ওয়াশিংটন।

আলোচনা অব্যাহত থাকবে : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে ইরান সরকার জানিয়েছে, দুই দেশের কারিগরি দল এখন বিস্তারিত প্রস্তাব ও 'বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের খসড়া' বিনিময় করছে। কিছু বিষয়ে এখনো মতপার্থক্য থাকলেও আলোচনা অব্যাহত থাকবে। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেছেন, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র বেশ কয়েকটি বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছাতে পেরেছে। তবে এখনো ২-৩টি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মতপার্থক্য রয়েছে। তিনি বলেন, অবিশ্বাস ও সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক বৈঠকেই চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব এমন আশা করা স্বাভাবিক ছিল না। কেউই তা আশা করেনি।

আবার কি শুরু হবে যুদ্ধ : ইরান যদি কোনো চুক্তিতে না আসে, তবে ট্রাম্প আগেই হামলার হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন। ফলে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর যুদ্ধের শঙ্কা স্বাভাবিকভাবেই জোরালো হয়েছে। বিবিসির বিশ্ব সংবাদদাতা জো ইনউড তার তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণে বলেছেন, উভয় পক্ষই এই আলোচনায় এসেছিল নিজেদের বিজয়ী দাবি করে। তাই শুরু থেকেই সমঝোতায় পৌঁছানো কঠিন ছিল। তবে এখনই যুদ্ধ শুরু হওয়ার কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। ইনউডের মতে, ইরানের ওপর হামলা পুনরায় শুরু হবে কি না, এ বিষয়ে কোনো ঘোষণা নেই। তবে সম্ভাবনা যে বেড়েছে, তা নিশ্চিত।

হরমুজ অবরোধের ঘোষণা ট্রাম্পের, টোল আদায়ে অনড় ইরান: ইসলামাবাদে ইরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর এবার হরমুজ প্রণালি 'অবরোধ' করার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রোববার নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যালে' দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, মার্কিন নৌবাহিনী অবিলম্বে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপথটি দিয়ে সব ধরনের জাহাজ চলাচল বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করবে। এদিকে হরমুজ প্রণালি এখন সম্পূর্ণভাবে ইরানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার হাজি বাবাই। মেহের নিউজ এজেন্সিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, এই কৌশলগত জলপথ দিয়ে যাতায়াতের জন্য এখন থেকে ইরানের জাতীয় মুদ্রা 'রিয়ালে' টোল পরিশোধ করতে হবে। খবর এপি, দ্য গার্ডিয়ান ও আল-জাজিরার।

ট্রাম্প লিখেছেন, 'একটি পর্যায়ে হরমুজ দিয়ে 'সবাইকে ঢুকতে দেওয়া হবে এবং বের হতে দেওয়া হবে'-এমন অবস্থানে পৌঁছাব আমরা। কিন্তু ইরান সেটি হতে দিচ্ছে না। অবিলম্বে কার্যকর হওয়া এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বের সেরা নৌবাহিনী, যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী হরমুজ প্রণালিতে প্রবেশ বা সেখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টাকারী যে কোনো জাহাজ অবরোধ করা শুরু করবে।

ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, 'আমি আমাদের নৌবাহিনীকে আন্তর্জাতিক জলসীমায় এমন প্রতিটি জাহাজকে খুঁজে বের করতে ও গতিরোধ করতে নির্দেশ দিয়েছি, যারা ইরানকে টোল (শুল্ক) দিয়েছে। যারা বেআইনিভাবে টোল দেবে, গভীর সমুদ্রে তাদের কোনো নিরাপদ যাতায়াতের সুযোগ দেওয়া হবে না।'

এদিকে হাজি বাবাই স্পষ্ট করে বলেছেন, ইরানের পার্লামেন্টের ২৫০ জন সদস্য সর্বসম্মতভাবে টোল আদায়ের পরিকল্পনা সমর্থন করেছেন এবং সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশনা অনুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ নিয়ে কোনো পরিস্থিতিতেই কারও সঙ্গে আপস করা হবে না। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইরানের তেল রপ্তানি প্রতিদিন ১৬ লাখ ব্যারেল ছাড়িয়ে গেছে উল্লেখ করে দেশটির ডেপুটি স্পিকার দাবি করেন, ইরানের তেল এখন কার্যত নিষেধাজ্ঞামুক্ত হয়ে পড়েছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, ইরানি জাতি তাদের দাবির প্রশ্নে এক ইঞ্চিও পিছু হটবে না। হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের জন্য জাহাজ থেকে টোল আদায়ের ইরানি পরিকল্পনা অবৈধ বলে উল্লেখ করেছেন আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থার (আইএমও) প্রধান আরসেনিও ডমিঙ্গুয়েজ। এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করতে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাগিদ দিয়েছেন। আইএমও মহাসচিব আল-জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, হরমুজের মতো প্রণালিতে টোল আদায়ের অধিকার কোনো দেশের নেই। যে কোনো ধরনের টোল আরোপ আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি হওয়া অসম্ভব নয় : ট্রাম্প প্রশাসন আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান জানালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের চুক্তি হওয়া অসম্ভব নয় বলে মনে করেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলাপকালে পেজেশকিয়ান এ মন্তব্য করেন। ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে প্রায় ২১ ঘণ্টার আলোচনা শেষ হওয়ার পর পুতিন ও পেজেশকিয়ানের মধ্যে এই ফোনালাপ হয়।

হরমুজ দিয়ে কোন জাহাজ যাবে তা ইরান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না : পরিকল্পিত অবরোধের পক্ষে যুক্তি দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে কোন জাহাজ যাবে আর কোনটি যাবে না, তা ইরান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তিনি বলেন, হয় সব জাহাজ সেখানে নিরাপদ যাতায়াতের সুযোগ পাবে, নয়তো একটিও পাবে না। ফক্স নিউজকে এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'ইরান তাদের পছন্দের দেশগুলোর কাছে তেল বিক্রি করে টাকা কামাবে-সেটা আমরা হতে দেব না। হয় সবাই সুযোগ পাবে, না হয় কেউ না; এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।' ট্রাম্প জানান, এই অবরোধ ভেনেজুয়েলার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মতোই হবে, তবে এর পরিধি হবে অনেক বড়। এর ফলে আরও বেশি তেলবাহী ট্যাংকার তেল কেনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দিকে আসবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। একই সঙ্গে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র ও অন্যান্য বেসামরিক জ্বালানি অবকাঠামো ধ্বংস করার হুমকি পুনর্ব্যক্ত করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমি এক দিনেই ইরানকে গুঁড়িয়ে দিতে পারি। আমি তাদের পুরো জ্বালানি খাত, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসহ সব স্থাপনা ধ্বংস করে দিতে পারি, যা তাদের জন্য হবে বিশাল এক ধাক্কা।'

# নেতানিয়াহুর সাথে 'গোপন বৈঠক' থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে যেভাবে ইরান যুদ্ধে নিয়ে গেলেন ট্রাম্প

৩-এর পৃষ্ঠার পর করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু গণঅভ্যুত্থান বা দ্রুত সরকার পরিবর্তনের ধারণা বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না। সিআইএ পরিচালক জন র‍্যাটক্লিফ এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে পরিস্থিতিকে "অবাস্তব" বলে বর্ণনা করেন।

এই আলোচনায় সবচেয়ে বড় আপত্তি জানান যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। তিনি সতর্ক করেন, ইরানের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ হলে তা মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। পাশাপাশি তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, যুদ্ধ শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সম্পদ দ্রুত ফুরিয়ে যেতে পারে এবং বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারেও বড় ধাক্কা লাগতে পারে।

বিশেষ করে পারস্য উপসাগরের গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে গেলে বিশ্বব্যাপী তেলের সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে–যার প্রভাব পড়বে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতেও।

তবু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মনোভাব ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠতে থাকে। তিনি বিশ্বাস করছিলেন, দ্রুত ও শক্তিশালী সামরিক পদক্ষেপ নিলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ধ্বংস করা সম্ভব হবে।

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য আসে। জানা যায়, ইরানের শীর্ষ নেতৃত্ব একটি বৈঠকে একত্রিত হতে যাচ্ছে–যা তাদের ওপর সরাসরি আঘাত হানার বিরল সুযোগ তৈরি করতে পারে। এই খবর অভিযানের সময়সূচি আরও এগিয়ে আনে।

ফেব্রুয়ারি ২৬ তারিখে বিকেলে হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে শেষ বৈঠক বসে। সেখানে উপস্থিত সবাই নিজেদের মতামত দেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স স্পষ্টভাবে বলেন, তিনি এই পরিকল্পনাকে ভালো মনে করেন না। তবে প্রেসিডেন্ট যদি সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তিনি সমর্থন দেবেন।

অন্যদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ সামরিক অভিযান চালানোর পক্ষে মত দেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, যদি লক্ষ্য হয় সরকার পরিবর্তন, তাহলে সেটি ঝুঁকিপূর্ণ; কিন্তু ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা ধ্বংস করা সম্ভব।

সব মতামত শোনার পর শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, ইরানকে কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে দেওয়া যাবে না এবং তাদের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা ভেঙে দিতে হবে।

পরদিন বিকেলে নির্ধারিত সময়সীমার কয়েক মিনিট আগে প্রেসিডেন্ট তার সিদ্ধান্ত জানান। প্রেসিডেন্টের বার্তা ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট– "অপারেশন এপিক ফিউরি অনুমোদিত। কোনো বাতিল নয়। শুভকামনা।"

এই নির্দেশের মধ্য দিয়েই ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সামরিক অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়, যা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনার অধ্যায় যোগ করে।

# ২০২৮ সালে কি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে চাচ্ছেন কমলা হ্যারিস



*মার্কিন নাগরিক অধিকার সংস্থা ন্যাশনাল অ্যাকশন নেটওয়ার্কের বার্ষিক সম্মেলনে কথা বলছেন কমলা হ্যারিস* ছবি: এএফপি

**বিশেষ প্রতিনিধি :** ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে পরাজিত হওয়ার পর ২০২৮ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবারও লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির সাবেক প্রার্থী কমলা হ্যারিস। গতকাল শুক্রবার নাগরিক অধিকার সংস্থা ন্যাশনাল অ্যাকশন নেটওয়ার্কের বার্ষিক সম্মেলনে নাগরিক অধিকার নেতা আল শার্পটনের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই সম্ভাবনার কথা জানান।

শার্পটন সরাসরি কমলা হ্যারিসকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি ২০২৮ সালে আবার নির্বাচন করবেন?' সম্মেলনে উপস্থিত জনতা তখন 'আবার লড়ুন, আবার লড়ুন' বলে স্লোগান দিতে থাকেন। প্রশ্নের জবাবে সরাসরি কোনো প্রতিশ্রুতি না দিলেও কমলা হ্যারিস বলেন, 'শুনুন, আমি লড়তে পারি, আমি লড়তে পারি। বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবছি।'

সাবেক এই মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অধীনে নিজের কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমি চার বছর প্রেসিডেন্টের খুব কাছাকাছি থেকে দায়িত্ব পালন করেছি। ওভাল অফিসের মাত্র কয়েক ধাপ দূরে ওয়েস্ট উইংয়ে আমার অফিস ছিল। আমি ওভাল অফিস ও সিচুয়েশন রুমে অসংখ্য ঘণ্টা কাটিয়েছি। আমি জানি, এই কাজ আসলে কী এবং এর জন্য কী প্রয়োজন।'

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ও দক্ষিণ এশীয় নারী হিসেবে প্রধান কোনো দলের পক্ষে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন পেয়েছিলেন কমলা হ্যারিস। তবে তাঁর মনোনয়ন পাওয়ার পটভূমি ছিল ভিন্ন।

২০২৪ সালের প্রথম প্রেসিডেনশিয়াল বিতর্কে জড়িয়ে ৮১ বছর বয়সী জো বাইডেনের নাজুক পারফরম্যান্সের পর তাঁকে সরে দাঁড়াতে দলের পক্ষ থেকে চাপ দেওয়া হয়। জুলাইয়ের শেষে বাইডেন সরে দাঁড়িয়ে কমলাকে সমর্থন দেন। কমলা যখন মনোনয়ন পান, তখন নির্বাচনের মাত্র চার মাস বাকি ছিল।

সেই নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ৩১২টি ইলেকটোরাল ভোটে বড় জয় পান, যেখানে কমলার ঝুড়িতে ছিল ২২৬টি ভোট। তবে পপুলার ভোটে ব্যবধান ছিল সামান্য–ট্রাম্প পান ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশ এবং কমলা পান ৪৮ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট।

ন্যাশনাল অ্যাকশন নেটওয়ার্কের সম্মেলনে আল শার্পটন কমলা হ্যারিসকে একজন লড়াকু যোদ্ধা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনা করে তিনি সতর্কবার্তাও দেন। শার্পটন বলেন, 'আমরা বিপদে আছি। আমাদের উচিত ছিল আরও বিপুল সংখ্যায় ভোট দিয়ে তাঁকে (কমলা) বিজয়ী করা।'

শার্পটন আরও বলেন, কমলা হ্যারিস ৭ কোটি ৫০ লাখের বেশি ভোট পেয়েছেন, যা বারাক ওবামা বা বিল ক্লিনটনের প্রাপ্ত ভোটের চেয়ে বেশি।

ন্যাশনাল অ্যাকশন নেটওয়ার্কের এই সম্মেলনে ২০২৮ সালের সম্ভাব্য আরও কয়েকজন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের গভর্নর জেবি প্রিৎজকার, পেনসিলভানিয়ার গভর্নর জশ শাপিরো ও সাবেক পরিবহনমন্ত্রী পিট বুটিগেগ উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া প্রতিনিধি পরিষদের সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফ্রিজ ও আইয়ানা প্রেসলিও সেখানে ছিলেন।

চলতি বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন না থাকলেও আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে চায় ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটরা চাইছেন অন্তত একটি কক্ষের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে। এই নির্বাচনকে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের লড়াই হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সম্মেলনে কমলা হ্যারিস ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতির কড়া সমালোচনা করেন। ইরান ও ইসরায়েলের যুদ্ধকে তিনি ট্রাম্পের 'ইচ্ছাকৃত যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র তার বন্ধুদের কাছে একজন অনির্ভরযোগ্য অংশীদার হয়ে উঠছে এবং বিশ্বজুড়ে নিজের প্রভাব হারাচ্ছে। এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ট্রাম্পের মেয়াদের পরও দীর্ঘ সময় লাগবে।'

২০২৮ সালে নির্বাচনে লড়ার বিষয়ে কমলা হ্যারিস শেষ পর্যন্ত একটি রহস্য জিইয়ে রাখেন। তিনি বলেন, 'এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ভাবছি যে কে, কোথায় ও কীভাবে মার্কিন জনগণের জন্য সেরা কাজটি করতে পারবে? আমি আপনাদের পরে বিষয়টি জানাব।'

### নিউইয়র্ক টাইমসের বিশ্লেষণ

# খালি হাতে ফিরলেন ভ্যান্স, এখন কী করবেন ট্রাম্প



*মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।* ফাইল ছবি

**বাংলা পত্রিক ।ডেস্ক:** কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছে ইসলামাবাদের শান্তি আলোচনা। খালি হাতে দেশে ফিরে গেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। এই ব্যর্থতার ফলে ট্রাম্প প্রশাসন এখন দুটি অত্যন্ত কঠিন ও অজনপ্রিয় বিকল্পের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। হয় তাদের ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ভবিষ্যৎ নিয়ে দীর্ঘ ও জটিল এক আলোচনায় জড়াতে হবে; নয়তো এমন একটি যুদ্ধ পুনরায় শুরু করতে হবে যা এরই মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিকে খাদের কিনারে নিয়ে গেছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের এক বিশেষ বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তারা পরবর্তী পদক্ষেপ ঘোষণার ভার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। তবে ট্রাম্প যে পথেই হাঁটুন না কেন, এর প্রতিটিতেই বড় ধরনের কৌশলগত ও রাজনৈতিক ঝুঁকি রয়েছে।

ইসলামাবাদের আলোচনা নিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স বিস্তারিত কিছু না বললেও, তার কথা থেকে স্পষ্ট যে তিনি মূলত তেহরানকে পারমাণবিক কর্মসূচি চিরতরে বন্ধ করার একটি 'টেক ইট অর লিভ ইট' (হয় মানো, নয়তো প্রত্যাখ্যান করো) প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা ইরান স্বভাবতই প্রত্যাখ্যান করেছে।

ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে জেনেভায় যে অচলাবস্থার কারণে ট্রাম্প ইরানে হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবারের চিত্রও তারচেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়। পেন্টাগনের তথ্যমতে, যুদ্ধের ৩৮ দিনে ইরানের ১৩ হাজারেরও বেশি সামরিক ও শিল্প স্থাপনায় হামলা চালানো হয়েছে। ট্রাম্পের বিশ্বাস ছিল, মার্কিন সামরিক শক্তির এই বিশাল প্রদর্শনী দেখলে ইরান নতজানু হতে বাধ্য হবে। কিন্তু ফল হয়েছে উলটো; ইরান প্রমাণ করতে মরিয়া যে, কোনো মার্কিন হামলাই তাদের টলাতে পারবে না।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কড়া ভাষায় জানিয়েছে, আমাদের মহান বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রিয়জন এবং দেশবাসীর আত্মত্যাগ ইরানের জাতীয় স্বার্থ ও অধিকার আদায়ের লড়াইকে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে আরও সুদৃঢ় করেছে।

দীর্ঘ আলোচনার ঝুঁকি : ওবামা প্রশাসনের আমলে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে শেষ বড় চুক্তিটি হয়েছিল, তা চূড়ান্ত করতে সময় লেগেছিল টানা ২ বছর। সেখানে অনেক ছাড় দেওয়ার বিষয় ছিল। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন এখন এ ধরনের দীর্ঘ ও জটিল কোনো আলোচনায় জড়াতে চরম অনাগ্রহী। ট্রাম্প মনে করেন, যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হয়েছেন, তাই মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের ভাষায়-ইরানের উচিত এখন শুধু 'আত্মসমর্পণ' করা। কিন্তু মূল অচলাবস্থা রয়ে গেছে পারমাণবিক ইস্যুতেই। ইরান কয়েক বছরের জন্য তাদের পারমাণবিক কার্যক্রম 'স্থগিত' রাখতে রাজি হলেও, নিজেদের মাটিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের সক্ষমতা চিরতরে ছাড়তে নারাজ। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির (এনপিটি) স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে একে নিজেদের অধিকার বলে মনে করে তেহরান। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, ইরান সব সময়ই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির একটি বিকল্প নিজেদের হাতে জমিয়ে রাখতে চায়।

যুদ্ধ শুরুর রাজনৈতিক ঝুঁকি : ২১ এপ্রিল শেষ হচ্ছে ২ সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ। এরপর ট্রাম্পের হাতে সবচেয়ে বড় ট্রাম্পকার্ড হলো পুনরায় বড় পরিসরে যুদ্ধ শুরু করার হুমকি দেওয়া। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এটি ট্রাম্পের জন্য আত্মঘাতী হতে পারে এবং ইরানও তা খুব ভালো করেই জানে। হরমুজ প্রণালি বন্ধ হওয়ার কারণে জ্বালানির দাম যখন আকাশ ছুঁয়েছিল, তখনই মূলত ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে বাধ্য হন। যুদ্ধ শুরু হলে সারের তীব্র সংকট এবং সেমিকন্ডাক্টর তৈরির অন্যতম উপাদান হিলিয়ামের ঘাটতি দেখা দেয়। যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় বাজার কিছুটা স্থিতিশীল হলেও, যুদ্ধ আবার শুরু হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেবে। মূল্যস্ফীতি-যা এরই মধ্যে ৩ দশমিক ৩ শতাংশে পৌঁছেছে-তা নিশ্চিতভাবেই আরও বাড়বে। তাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হলো হরমুজ প্রণালি পুনরায় চালু করা। ইরান তাদের আলোচনার তালিকায় বিষয়টিকে এক নম্বরে রেখেছে। যুদ্ধ শুরুর আগে প্রণালি বন্ধের বিষয়টি সেভাবে আলোচনায় ছিল না, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হতেই ইরান তাদের এই মোক্ষম অর্থনৈতিক অস্ত্রটি ব্যবহার করে।

এখন ইরান প্রণালির নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং দুই দশকের বেশি সময় ধরে থাকা সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ক্ষতিপূরণের দাবি সরাসরি নাকচ করেছে এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ বলে জানিয়েছে। সব মিলিয়ে ইসলামাবাদ বৈঠক একটি বিষয় খুব স্পষ্ট করে দিয়েছে-উভয়পক্ষই নিজেদের প্রথম রাউন্ডের বিজয়ী বলে মনে করছে। যুক্তরাষ্ট্র ভাবছে তারা বিপুল পরিমাণ বোমা ফেলে জিতেছে, আর ইরান ভাবছে এই ভয়াবহ আক্রমণে টিকে থেকে তারা জিতেছে। ফলে কোনো পক্ষই এই মুহূর্তে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়ার মানসিকতায় নেই।

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার

INAMULHAQUE M SABOOR,MD

USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine

সেবাসমূহ

- জেনারেল চেক আপ
- ইকেজি
- ডায়াবেটিস
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- হাইপারটেনশন
- হজ্ব ভেক্সিনেশান
- হাই কোলেষ্টরল, এজমা
- ব্লাড টেষ্ট
- TLC EYE EXAM

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন



Saboor Waizun Medical PC

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM

JAMAICA
87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

# বিমান কর্তাদের হজ বিলাস!

**নিজস্ব প্রতিবেদক :** মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বাংলাদেশ সরকারও নানা প্রস্তুতি নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে সরকারি চাকরিজীবীদের বিদেশ সফর স্থগিত করার বিষয়টি সব মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে অবহিত করা হয়েছে। তারপরও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন অজুহাতে বিদেশ সফর করছেন। তেমনি রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস হাজিদের সেবা দেওয়ার নামে সৌদি আরব যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইতিমধ্যে গত ৬ এপ্রিল সংস্থাটির ৩৫ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নাম চূড়ান্ত করে একটি চিঠি ইস্যু করা হয়েছে বলে বিমান সূত্র নিশ্চিত করেছে। অথচ গত বছর হজের সময় একজন কর্মকর্তা-কর্মচারীও সৌদি আরব যাননি। বিমানের এবারের হজবহরে খরচ হবে প্রায় ৮ কোটি টাকা। এটাকে সংশ্লিষ্ট অনেকেই বিলাসিতা হিসেবে দেখছেন।

বিমানের চিঠিতে বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিমানের পরিদপ্তরস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী পবিত্র হজ ২০২৬-এর অপারেশনাল কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে অস্থায়ী প্রি এবং পোস্ট হজ পোস্টিয়ের জন্য তাদের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। হজ ফ্লাইট শুরু হওয়ার চার দিন আগে তালিকাভুক্তদের জেদ্দায় যেতে হবে। তারা সব মিলিয়ে ৩৭ দিন সৌদি আরবে অবস্থান করবেন। তা ছাড়া প্রি এবং পোস্ট হজ ফ্লাইট শেষে যদি কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী জরুরি দাপ্তরিক প্রয়োজনে না আসতে পারেন তাহলে তিনি পরবর্তী শিডিউল ফ্লাইটে ঢাকায় আসবেন। হজ ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম রিজিওনাল ম্যানেজার পালন করবেন এবং কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ওই তালিকায় একজন হিন্দু কর্মকর্তার নামও রয়েছে। তিনিও হাজিদের সেবা করতে সৌদি আরব যাবেন। কৃচ্ছ্রসাধনের সময়ে এই বিশাল বহর নিয়ে এখন সমালোচনা হচ্ছে খোদ বিমানেই।

বিমানসংশ্লিষ্টরা দেশ রূপান্তরকে জানান, আগামী হজ মৌসুমকে কেন্দ্র করে সংস্থাটির বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর সফর নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে গত বছর যেখানে একজনকেও সৌদি আরব পাঠানো হয়নি, সেখানে এবার প্রায় ৮ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে 'বিশাল বহর' পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। এবারের হজ মৌসুমে বিমানের হজ অপারেশন পরিচালনার নামে বিশেষ টিম সৌদি আরব যাচ্ছে। এ বহরে প্রশাসনিক কর্মকর্তা থেকে শুরু করে কারিগরি ও গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং স্টাফরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

**যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী বহরে যাচ্ছেন :** বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের হজবহরে যেসব কর্মকর্তার নাম রয়েছে তারা হচ্ছেন ডেপুটি ম্যানেজার (কমার্শিয়াল) তামান্না আলী তাবাসসুম, ফয়সল কবির, বাদশাহ ফাহাদ, মো. আব্দুল্লাহ, মহিদুল ইসলাম শান্ত, মাহফুজ আলী, কমার্শিয়াল সুপারভাইজার আল আমিন মিয়া, তামিজ উদ্দিন সরকার, রেজাউর রহমান, রিপন আলী, ফারহানা হুসাইন, শাহিনুর ইসলাম, মো. মাহসিন, মহিউদ্দিন আহমেদ এবং জুনিয়র গ্রাউন্ড সার্ভিস অফিসার ইউসুফ ইকরাম, গ্রাহকসেবা পরিচালক বদরুল হাসান লিটন, সাজেদা বেগম, সহকারী ব্যবস্থাপক জিএস সায়িদা আয়েশা সুলতানা, গ্রাউন্ড সার্ভিস অফিসার শামসুদ্দিন ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

# দুই দশকে ৭ লাখ কম জন্ম: যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা সংকটের নীরব সতর্কবার্তা



**নিজস্ব প্রতিবেদক :** যুদ্ধ, মূল্যস্ফীতি ও অভিবাসন সংকটের আলোচনার আড়ালে যুক্তরাষ্ট্রে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে আরেকটি বড় সংকট–জন্মহার কমে যাওয়া। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, এই পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদে দেশটির অর্থনীতি ও জনসংখ্যা কাঠামোর ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

মার্কিন রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংস্থার সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত বছর দেশে ৩৬ লাখ ৬ হাজার শিশুর জন্ম হয়েছে। অথচ ২০০৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪৩ লাখের বেশি। অর্থাৎ দুই দশকেরও কম সময়ে জন্মের সংখ্যা কমেছে প্রায় ৭ লাখ ১০ হাজার। একই সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যা বেড়েছে, যা এই প্রবণতাকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

তথ্যে দেখা গেছে, ২০০৭ সালের পর থেকে জন্মহার ধারাবাহিকভাবে কমছে। বর্তমানে তা প্রায় ২৩ শতাংশ কমে গেছে। সাম্প্রতিক এক বছরেই জন্মহার আরও ১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা এই প্রবণতার ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে।

জন্মহার কমার পেছনে একাধিক কারণ কাজ করছে। ১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

# স্বনির্ভরতা বাড়াতে কৌশল

৩-এর পৃষ্ঠার পর গুরুত্ব দিতে হবে- যোগ করেন তিনি।

আলোচনা ব্যর্থ হলেও পরিস্থিতি ফের পুরোপুরি যুদ্ধাবস্থায় গড়াবে কিনা তা এখনো বলার সময় আসেনি বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক আমেনা মহসিন। তার মতে, 'আলোচনা ভেঙে যাওয়া এবং যুদ্ধবিরতি শেষে ফের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এক বিষয় নয়। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক বোঝার ব্যাপার আছে। তিনি বলেন, 'যদি সংঘাত দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে এর প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতির মতো বাংলাদেশের ওপরও পড়বে। বিশেষ করে তেলের দাম বৃদ্ধি, নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানও অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে। অতীতে যেমন আঞ্চলিক অস্থিরতার কারণে প্রবাসী শ্রমবাজারে চাপ তৈরি হয়েছিল, তেমন পরিস্থিতি আবারও দেখা দিতে পারে। ফলে বাংলাদেশের জন্য এটি বড় অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।' এই প্রেক্ষাপটে উত্তরণের পথ হিসাবে তিনি শ্রমবাজার বহুমুখীকরণের ওপর জোর দেন। পাশাপাশি আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো নতুন অঞ্চলে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ এবং জ্বালানি আমদানির বিকল্প উৎস খুঁজে বের করার পরামর্শ দেন। বিশেষ করে ইরানের মতো দেশ থেকে তেল আমদানির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার কথাও বলেন তিনি।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) চেয়ারম্যান তাসকীন আহমেদ বলেন, 'যুদ্ধবিরতির আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক অস্থিরতা দীর্ঘায়িত হতে পারে। এর প্রভাব সরাসরি বাংলাদেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্যে পড়বে। জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা বেড়ে তেলের দাম বাড়বে, ফলে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। মধ্যপ্রাচ্যগামীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিপমেন্টে বিলম্ব, বিমা ও লজিস্টিক খরচ বাড়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যে চাপ সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হলে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ পড়বে। এতে মূল্যস্ফীতি আরও তীব্র হওয়ার ঝুঁকি থাকবে।'

তিনি মনে করেন, 'এ সংকট মোকাবিলায় বিকল্প জ্বালানি ও আমদানি উৎস নিশ্চিত করা, বাণিজ্য রুটে বৈচিত্র্য আনা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা জরুরি। প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষায় কূটনৈতিক উদ্যোগ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি বাজারে সরবরাহ শক্তিশালী রাখা, প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুত বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান করতে হবে।'

'ঢাকা চেম্বার মনে করে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত উদ্যোগই এ সংকট মোকাবিলার মূল চাবিকাঠি' যোগ করেন তিনি।

# বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন নির্বাচন কমিশন

শেষ পৃষ্ঠার পর সম্পাদক- অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- আশ্রাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- মোহাম্মদ হাসান (জিলানী), কার্যকরি সদস্য- হারুনও রশিদ (চেয়ারম্যান), জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী, মুনসুর আহমদ ও হাসান খান।

সভায় সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে ৭ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। সভায় উপস্থিতির সম্মতিক্রমে সোসাইটির সাবেক নির্বাচন কমিশনার আবু নাসেরকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মনোনীত করা হয়। একই সাথে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর সভাপতি বদরুল এইচ খান, সাবেক নির্বাচন কমিশনার রুহুল আমিন সরকার ও আহবাব চৌধুরী খোকন, মিঠু হামিদ, শামসু উদ্দিন আজাদ, মিয়া মোঃ দুলালকে কমিশনের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়। উল্লেখ্য বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন আগামী অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। সোসাইটির আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হলে আগামী ৩০ জুনের মধ্যে সদস্য নিবন্ধন সম্পূর্ণ করতে হবে।




### বিদেশি এয়ারলাইন্সে তেল বিক্রিতে কারসাজি

# বছরে রাষ্ট্রের ক্ষতি শতকোটি টাকা




**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** রাষ্ট্রায়ত্ত পদ্মা অয়েল কোম্পানি ও বিদেশি ব্যাংকের যোগসাজশে বিদেশি এয়ারলাইন্সের কাছে জেট ফুয়েল বিক্রিতে কারসাজির কারণে ঠকছে রাষ্ট্র। নিয়ম অনুযায়ী জেট ফুয়েল বিক্রির অর্থ দেওয়া হয় ডলারে। কিন্তু পদ্মা অয়েল সেই ডলার বিক্রি করে টাকায় বিল দেয় বিপিসিকে। বিপিসি আবার সেই টাকায় ডলার কিনে তেল আমদানি করে। বারবার এভাবে ডলার বিক্রি ও কেনার কারণে প্রতি লিটারে ক্ষতি হচ্ছে ২ টাকা হারে। দৈনিক গড়ে ১ হাজার ৬০০ টন জেট ফুয়েল বিক্রি হয় দেশি-বিদেশি এয়ারলাইন্সে। এ হিসাবে গত ১ বছরে ৩ লাখ ৭৭ হাজার টনের বিপরীতে রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। এই ক্ষতি বিবেচনা করে ডলার অ্যাকাউন্টে লেনদেনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পদ্মা অয়েল। খবর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রের। তথ্যমতে, বিদেশি এয়ারলাইন্সে ডলারে জ্বালানি তেল (জেট ফুয়েল) বিক্রি করেও সেই ডলার নেয় না পদ্মা অয়েল কোম্পানি। ডলারের পরিবর্তে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকায় পদ্মা অয়েল দেনা শোধ করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে (বিপিসি)। সরকারি প্রতিষ্ঠান বিপিসি আবার সেই টাকা দিয়ে ডলার কিনে বিদেশ থেকে তেল আমদানি করে। এভাবে ডলারকে টাকা এবং টাকাকে ডলারে পরিণত করে পদ্মা অয়েল এবং বিদেশি কয়েক ব্যাংকের কর্মকর্তার একটি চক্র গত ১ বছরে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে বিপিসির কাছ থেকে। যার পরিমাণ প্রায় কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকা।

এদিকে, বিদেশি এয়ারলাইন্সে জেট ফুয়েল বিক্রিতে কারসাজির ঘটনাটি সামনে আসার পর নড়েচড়ে বসেছে বিপিসি ও পদ্মা অয়েল কোম্পানি। তারা এখন বিদেশি এয়ারলাইন্সের ডলারের বিল সরাসরি সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে। এতে করে প্রতিবছর সরকারের কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি-বিইআরসির ঘোষণা অনুযায়ী এখন বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোকে প্রতি লিটার জেট ফুয়েল কিনতে হয় ১ দশমিক ৪৮ ডলারে।

পদ্মা অয়েল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মফিজুর রহমান শনিবার যুগান্তরকে বলেন, এতদিন তেল বিক্রির ডলার ভাঙিয়ে টাকা নেওয়া হতো। এখন থেকে ডলার বিপিসির অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা আছে। বিদেশি এয়ারলাইন্সকে তেল বিক্রির দিনেই বিপিসির অ্যাকাউন্টে ডলার পাঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু পদ্মা অয়েল ওই এয়ারলাইন্স থেকে বিল পাবে আরও কয়েক দিন পর। কিন্তু ডলারের দাম তো এক থাকে না। কমবেশি হয়। এই কমবেশির লাভ-ক্ষতির দায়ভার তখন কে নেবে।

যদিও বিপিসির শীর্ষ কর্মকর্তারা বলছেন, এগুলো সমস্যা নয়। মূল সমস্যা হলো ডলারে বিক্রি করে সেই ডলার বিপিসির অ্যাকাউন্টে জমা করার সিদ্ধান্ত ঠিকমতো কার্যকর করা।

এসবিএসি ব্যাংকের গুলশান শাখার ম্যানেজার আনোয়ারুল কবীর শনিবার যুগান্তরকে বলেন, বিষয়টি খুবই সহজ। বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা 'বায়ার'র কাছ থেকে এফসি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ডলারে বিল পেয়ে সেই ডলার তার অ্যাকাউন্টে রেখে দেন। ফ্যাক্টরির খরচ চালাতে কিছু ডলার টাকায় পরিণত করেন। বাকি ডলার তার অ্যাকাউন্টে রেখে দিয়ে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করেন। তা দিয়ে পোশাকের জন্য বিভিন্ন মালামাল আমদানি করেন। এতে করে ওই গ্রাহককে নতুন করে ডলার কিনতে হচ্ছে না। পদ্মা অয়েল বা বিপিসি এ ক্ষেত্রে ডলারকে টাকা আবার টাকাকে ডলার করে দেশের বড় ক্ষতি করছে-মন্তব্য করেন এই কর্মকর্তা।

দেশি-বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোর কাছে প্রতিদিন দৈনিক যে পরিমাণ জেট ফুয়েল বিক্রি হয় তার ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

# হজ সামনে রেখে ভিসা নীতিতে বড় পরিবর্তন সৌদির



**ডেস্ক রিপোর্ট :** সৌদি আরব জানিয়েছে, পবিত্র হজ পালনের জন্য শুধুমাত্র নির্ধারিত 'হজ ভিসা'ই গ্রহণযোগ্য হবে। এর বাইরে অন্য কোনো ভিসা ব্যবহার করে হজের আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নেওয়া যাবে না। দেশটির হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ কথা স্পষ্ট করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বিদেশ থেকে আগত মুসল্লিদের জন্য হজ পালনের একমাত্র বৈধ উপায় হলো সরকার অনুমোদিত হজ ভিসা গ্রহণ করা। অন্য কোনো ধরনের ভিসা ব্যবহার করে হজে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকবে না।

প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছে, ভ্রমণ, ট্রানজিট, ওমরাহ বা পর্যটন ভিসা ব্যবহার করে কেউ হজের কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না। এসব ভিসাধারীদের হজের অনুমতি দেওয়া হবে না বলেও কঠোরভাবে জানিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

তবে সৌদি আরবের ভেতরে অবস্থানরত নাগরিক ও প্রবাসীদের জন্য আলাদা নিয়ম রাখা হয়েছে। তাদের নির্ধারিত সরকারি পদ্ধতির মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পন্ন করে হজের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

মন্ত্রণালয় আরও সতর্ক করে বলেছে, হজ সংক্রান্ত সব বুকিং ও নিবন্ধন শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যবস্থার মাধ্যমেই করতে হবে। কোনো ভুয়া বা অননুমোদিত মাধ্যমে বুকিং করলে প্রতারণার শিকার হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

# দুই দশকে ৭ লাখ কম জন্ম: যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা সংকটের নীরব সতর্কবার্তা

১০-এর পৃষ্ঠার পর

অর্থনৈতিক চাপ, যেমন–বাসস্থান ব্যয় বৃদ্ধি, সন্তান লালনপালনের উচ্চ খরচ ও পেশাগত অনিশ্চয়তা একটি বড় কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি সামাজিক পরিবর্তনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নতুন প্রজন্মের অনেকেই বিয়ে ও সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত দেরিতে নিচ্ছেন বা এড়িয়ে যাচ্ছেন।

তথ্য অনুযায়ী, কম বয়সী নারীদের মধ্যে জন্মহার দ্রুত কমছে। যদিও ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে জন্ম কিছুটা বাড়ছে, তবে তা সামগ্রিক পতন পূরণ করার মতো নয়।

এই প্রবণতা শুধু সামাজিক নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জন্মহার হ্রাস এবং অভিবাসন কমে যাওয়ার ফলে আগামী কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা প্রত্যাশার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম হতে পারে। তরুণ জনগোষ্ঠী কমে গেলে শ্রমবাজারে চাপ বাড়বে এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর বোঝা বহন করা কঠিন হয়ে উঠবে।

অভিবাসন নীতির কড়াকড়িও পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। আগে জন্মহার কমলেও অভিবাসনের মাধ্যমে সেই ঘাটতি কিছুটা পূরণ হতো। এখন সেই সুযোগ সীমিত হয়ে যাওয়ায় জনসংখ্যার ভারসাম্য দ্রুত বদলাচ্ছে। তবে একটি ইতিবাচক দিকও রয়েছে। কিশোরী মায়েদের সংখ্যা সাম্প্রতিক সময়ে কমেছে, যা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক জন্মহার পতনের প্রেক্ষাপটে এই অর্জন বড় সংকট মোকাবিলায় যথেষ্ট নয়।

পরিবার গঠন সহজ করতে নীতিগত উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা থাকলেও, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা বজায় রাখার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি, যেখানে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত জনসংখ্যা কাঠামো ভবিষ্যতের অর্থনীতি ও সমাজে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।



# মহাকাশে অন্ধকারে পৃথিবীকে কেমন দেখেছেন, জানালেন নভোচারীরা

**এএফপি, হিউস্টন :** চাঁদের চারপাশ প্রদক্ষিণের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার আর্টেমিস-২ চন্দ্রাভিযানের নভোচারীরা। মহাকাশে পৃথিবীকে একটি 'লাইফবোট'-এর মতো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখার পর তাঁরা পৃথিবীতে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন।

অভিযানের সাফল্যের পর নাসা আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে চার নভোচারী কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের হিউস্টনে এই সংবাদ সম্মেলন হয়।

৫০ বছরের বেশি সময় পর প্রথমবারের মতো মানুষবাহী মহাকাশযান চাঁদের চারপাশে 'ফ্রিংশট' কৌশলে ঘুরেছে। এটি মানব ইতিহাসে সবচেয়ে গভীর মহাকাশে ভ্রমণ।

অভিযান শেষে গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে নিরাপদে অবতরণ করে নভোচারীদের বহনকারী ক্যাপসুল।



*নাসার আর্টেমিস-২ চন্দ্রাভিযানের সাফল্যের পর সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন চার নভোচারী*
*ছবি: এএফপি*

সংবাদ সম্মেলনে মিশন কমান্ডার রিড ওয়াইজম্যান, ভিক্টর গ্লোভার ও জেরেমি হ্যানসেনের পাশে দাঁড়িয়ে নভোচারী ক্রিস্টিনা কোচ পৃথিবীর মানুষের প্রতি অভিন্ন মানবতাকে গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

ক্রিস্টিনা বলেন, 'আমাকে শুধু পৃথিবী নয়, এর চারপাশের অন্ধকারটাই বেশি বিস্মিত করেছে। সেই অন্ধকারে পৃথিবী ছিল নিঃশব্দে ঝুলে থাকা একটি লাইফবোট।'

কানাডার নভোচারী হ্যানসেন আর্টেমিস-২ অভিযানের ভক্তদের প্রতি আহ্বান জানান, তাঁরা যেন চার সদস্যের ক্রুর মধ্যে নিজেদের প্রতিফলন দেখেন।

এই অভিযানে একাধিক ঐতিহাসিক মাইলফলক তৈরি হয়েছে। ভিক্টর প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে চাঁদের চারপাশ ভ্রমণ করেছেন। ক্রিস্টিনা প্রথম নারী হিসেবে এই অর্জন গড়েছেন। হ্যানসেন প্রথম অ-মার্কিন হিসেবে এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন।

অভিযানকালে নভোচারীরা হাজার হাজার ছবি তুলেছেন। তাঁরা সূর্যগ্রহণ ও চাঁদের পৃষ্ঠে উল্কাপাতের বিরল দৃশ্য দেখেছেন।

নাসার প্রশাসক জ্যারেড আইজ্যাকম্যান বলেন, 'আর্টেমিস-২ চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা আবার চাঁদকে নতুনভাবে দেখেছি। শৈশবের স্বপ্ন বাস্তব অভিযানে রূপ নিল। আপনারা বিশ্বকে আবার বিশ্বাস করতে শিখিয়েছেন, যা কেউ কখনো ভুলবে না।'

আর্টেমিস-২ নাসার সেই কর্মসূচির প্রথম মানববাহী মিশন, যার লক্ষ্য চাঁদে মানুষের স্থায়ী উপস্থিতি গড়ে তোলা। ভবিষ্যতে মঙ্গল অভিযানের জন্য চাঁদে একটি ঘাঁটি তৈরি করা।

নাসা আশা করছে, ২০২৮ সালের মধ্যে চাঁদের পৃষ্ঠে আবার মানুষের পা রাখার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।

# পৃথিবীতে ফেরার পর কেমন আছেন, কী করছেন আর্টেমিসের নভোচারীরা

মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার আর্টেমিস২ চন্দ্রাভিযানে অংশ নেওয়া চার নভোচারী এখন মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ ইউএসএস জন পি মুরথাতে অবস্থান করছেন। ইতিমধ্যে তাঁরা জাহাজের ডেকে হাঁটাহাঁটি করেছেন এবং হাসিমুখে ছবিও তুলেছেন।

আজ বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টা ৭ মিনিটের দিকে নভোচারীদের বহনকারী 'ওরিয়ন' ক্যাপসুল ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করে। শুরুতে তাঁরা নভোযান থেকে বের হয়ে একটি উদ্ধারকারী নৌযানে ওঠেন। এরপর সেখান থেকে তাঁদের হেলিকপ্টারে করে ইউএসএস জন পি মুরথা জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়।

জাহাজের ফ্লাইট ডেকে অবতরণের পর হেলিকপ্টারটিতে বসেই নভোচারী ক্রিস্টিনা কোচ ও ভিক্টর গ্লোভার ছবি তোলেন। তাঁদের হাসিমুখে ছবি তুলতে দেখা গেছে। পরে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জাহাজে থাকা চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

চিকিৎসকেরা নভোচারীদের নাড়ির গতি, রক্তচাপ, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর কার্যকারিতা পরীক্ষা করবেন। পরে তাঁদের হিউস্টনের জনসন স্পেস সেন্টারে নেওয়া হবে।

ওরিয়ন ক্যাপসুলের সফল অবতরণের পর নাসার কর্মকর্তারা জনসন স্পেস সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানতে চাওয়া হয়, নভোচারীরা এখন কেমন আছেন? এর উত্তরে আর্টেমিস-২ অভিযানের সঙ্গে যুক্ত এন্ট্রি ফ্লাইট ডিরেক্টর রিক হেনফ্লিং বলেন, সবাই 'খুশি এবং সুস্থ' আছেন।

হেনফ্লিং বলেন, 'আমি ভিক্টরকে হাসিমুখে দেখেছি, তিনি ভালো অবস্থায় আছেন। সবাই খুশি, সুস্থ এবং হিউস্টনে ফিরতে প্রস্তুত।'

আর্টেমিস-৩ অভিযানের জন্য নভোচারীদের নাম কবে ঘোষণা করা হবে, এমন প্রশ্নে হেনফ্লিং সংক্ষেপে উত্তর দেন, 'শিগগিরই।'

পৃথিবীতে ফিরে আসার প্রথম দিনে নভোচারীরা কী করবেন, তা সংবাদ সম্মেলনে নাসার কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়।

জবাবে রিক হেনফ্লিং বলেন, নাসার প্রধান অগ্রাধিকার হলো নভোচারীদের দ্রুত তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া।

ধারণা করা হচ্ছে, নভোচারীরা আগামীকাল স্থানীয় সময় সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে যেকোনো সময় হিউস্টনে ফিরবেন।



*প্রশান্ত মহাসাগরে ওরিয়ন ক্যাপসুল অবতরণ করার পর নভোচারীদের বের হয়ে নৌযানে উঠতে সহযোগিতা করছেন উদ্ধারকাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা* *ছবি: নাসা*

# বিমান কর্তাদের হজ বিলাস!

১০-এর পৃষ্ঠার পর

আহমেদ বারী, হুমায়ুন কবির, আবদুস সালাম, শফিকুল ইসলাম খান, এএম আশরাফুল আলম চৌধুরী, সাইদুর রহমান, আলিকুজ্জামান ভূঁইয়া, গ্রাউন্ড সার্ভিস সুপারভাইজার সান্ত হাওলাদার, সিনিয়র সহকারী অপারেশন মোহাম্মদ শামসুল হুদা, জুনিয়র অপারেশন অফিসার মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন খান, মনজুর মোরশেদ, হেলাল উদ্দিন, জাকিউল আলম, ডেপুটি ম্যানেজার অপারেশনস জান্নাতুল ফেরদৌস, জুনিয়র অপারেশন অফিসার কানিজ ফাতেমা, জয়নাল আবেদীন, দেবাশিষ কুমার কুন্ডু, উপ-ব্যবস্থাপক সারওয়ার্দী বিশ্বাস, উপ-ব্যবস্থাপক শরিফুল ইসলাম, আবিদুল মুহাইমিন, জুনিয়র অফিসার (হিসাব) গোলাম মোস্তফা ও সিস্টেম বিশ্লেষক (প্রোগ্রামার) শাহীর রহমান।

এ বিষয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জেনারেল ম্যানেজার (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'হজযাত্রীদের সেবা ও কষ্ট লাঘব করতেই মূলত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সৌদি আরব পাঠানো হচ্ছে। এটাকে বিলাসিতা বলা যাবে না। গত বছর বিমানের লোক না পাঠানোর কারণে হজযাত্রীদের কিছু সমস্যা হয়েছিল।'

**বহরের পেছনে ব্যয় হবে বিশাল অর্থ :** এ প্রসঙ্গে বিমানের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা দেশ রূপান্তরকে জানান, বিগত বছরের (২০২৫) হজ ফ্লাইটের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ ফ্লাইটের সঙ্গে যারা গেছেন ওইসব সীমিত জনবল এবং স্থানীয় বিমান অফিসের সহায়তায় সৌদি আরবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল। তৎকালীন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণে কোনো বিশেষ বহর পাঠানো হয়নি। এতে বড় অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছিল। তবে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে কেন এই আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে সেটা বোধগম্য নয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদেশ সফর স্থগিত করা হলেও ৩৫ জনের বিশাল বহর হজে যাওয়া নিয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ জেগেছে। সৌদি আরব যাওয়ার জন্য অনেকে তদবির পর্যন্ত করেছেন। তিনি আরও জানান, যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী সৌদি আরব যাচ্ছেন তাদের পেছনে ৮ কোটি টাকার বেশি খরচ হবে। এমনিতেই বিমানের আর্থিক অবস্থা ভালো না। তা ছাড়া বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থায়ও টালমাটাল। ডলারের দাম বেড়েই চলেছে। এই সময় এ খরচ যুক্তি সংগত নয়।

**সফরের নামে বিলাসিতা :** নাম প্রকাশ না করে একজন অ্যাভিয়েশন বিশেষজ্ঞ দেশ রূপান্তরকে বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ বিমান নানাবিধ আর্থিক ও কারিগরি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। একদিকে জ্বালানি তেলের বকেয়া বিল, অন্যদিকে উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ সব মিলিয়ে সংস্থাটি যখন ঋণের চাপে জর্জরিত, তখন 'হজবহর' নাম দিয়ে এ সফর অসংগত। জেদ্দা ও মদিনায় বিমানের নিজস্ব সেটআপ থাকা সত্ত্বেও ঢাকা থেকে বিশাল বহর পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা কর্তৃপক্ষকে অনুধাবন করতে হবে। হজ মৌসুমে জেদ্দায় লোকবল কম থাকলে মদিনা ও রিয়াদ থেকে বিমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জেদ্দায় আনা যেত। গত বছর তো কোনো লোক পাঠায়নি। তাহলে কি হাজিরা কোনো সমস্যায় পড়েছেন? আসলে আমাদের দেশ নিয়ে হয়তো কেউ চিন্তা করে না। আর না হয় এই দুর্দিনে এত টাকা খরচ করে সৌদি আরবে কর্মকর্তা-কর্মচারী পাঠায়?

**এবার হজে যাবেন ৭৮,৫০০ হজযাত্রী :** চলতি বছর বাংলাদেশ থেকে মোট ৭৮ হাজার ৫০০ জন হজযাত্রী সৌদি আরবে যাওয়ার কথা রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন ৪ হাজার ৫৬৫ জন। আর বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৭৩ হাজার ৯৩৫ জন। এসব হজযাত্রীর ভিসা প্রক্রিয়াও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ৪১৪ জন হজযাত্রীর ভিসা সম্পন্ন হয়েছে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৭৩ হাজার ৪৯৮ জনের ভিসা সম্পন্ন হয়। গত বছরের তুলনায় এবার হজযাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার কম। গত বছর ছিল ৬৫ হাজার হজযাত্রী।

**বিমান বহন করবে ৩৯,৬৫০ যাত্রী :** এবার বাংলাদেশ বিমান পরিবহন করবে ৩৯ হাজার ৬৫০ জন হজযাত্রী। বাকি যাত্রী পরিবহন করবে সৌদি এয়ারলাইনস ও ফ্লাইনাস। তুলনামূলক এ বছর কমসংখ্যক হাজি হজে যাচ্ছেন। গত বছর হজ ডিউটিতে বিমানের পক্ষে একজনও সৌদি আরবে পাঠানো হয়নি। এবার বিমান কর্তৃপক্ষ ১২৮টি ফ্লাইটে হজযাত্রীদের পরিবহন করবে। ইতিমধ্যে হজযাত্রীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশনায় বলা হয়েছে, কোনোভাবেই নিষিদ্ধ পণ্য বহন করা যাবে না। সৌদি আরবের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নেশাজাতীয় ওষুধ, তামাকপাতা, জর্দা, গুল, পানপাতা, গুঁটকি, রান্না করা খাবার ও পচনশীল দ্রব্য বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এসব পণ্য পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হজ পালনও ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে, এমনকি হজ করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতে পারেন।

**অবশেষে কেটেছে ফ্রিকোয়েন্সি জটিলতা :** হজ মৌসুম সামনে রেখে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে ফ্লাইট ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে দীর্ঘদিনের জটিলতার অবসান হয়েছে। যাত্রীসংখ্যার তুলনায় ফ্লাইট অনুমোদন কম থাকায় প্রায় পাঁচ হাজার হজযাত্রীর সৌদি আরবে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। তবে সরকার নানাভাবে চেষ্টা করে এ বাধা সমাপ্তি করেছে। গত সপ্তাহে সৌদি সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটি অতিরিক্ত ১৪টি ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি দিয়েছে।



# ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নি শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইল আমাদের বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোনো প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ এবং ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি নতুন বিধি প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন জমা দেবার পর কমপক্ষে এক বছর অর্থাৎ ৩৬৫ দিন শেস না হলে আবেদনকারী ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন জমা দিতে পারবেন না। এই ওয়েটিং টাইম ছিলো ১৫০ দিন থেকে ১৮০ দিন।

যারা অনিয়ম করে এসেছেন এবং ৪৮ ঘন্টা সময়ের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থণা করার কথা জানায় নাই, তারা সাধারণ নিয়মে ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত নাও হতে পারেন।

প্রশাসন সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, ওয়ার্ক পারমিট কোন এমনি অধিকার নেয়া এটি কর্তৃপক্ষের নির্বাহী আদেশে প্রদত্ত সুবিধা। যে কারণে ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করা বা বাতিল করা উভয়ক্ষেত্রেই সরকারের অধিকারই চূড়ান্ত কথা বলে প্রমাণ হবে।

সরকারি হিসেবে বলা হয়েছে যে, প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে সাথে সাথে কমপক্ষে ৯৬ হাজার আশ্রয় আবেদনকারী নতুন বিধির পড়ে আওতায় পড়তে পারেন। এদিকে ইউএসসিইআইএস ভোটিং ও ব্যাকগ্রাউন্ড পরীক্ষা আরো কঠোর করেছে। এখন সব ক্ষেত্রেই প্রায় পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা যাচাই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

প্রশাসনের দাবী অনুযায়ী, আশ্রয় আবেদনের অমূলক আবেদনের ভিড় কমিয়ে আনা, নিরাপত্তা কঠোর করা এবং সিস্টেমের ওপর যাতে চাপ না পড়ে– নতুন নীতির লক্ষ সেটাই। এদিকে ইমিগ্রেশন অধিবাসী অধিকারকর্মীরা আশংকা করেছেন যে, এতে বৈধ অ্যাসাইলাম আবেদনকারীরা বছরের পর বছর কাজের সুযোগ হারাবেন, যা তাদের জীবনকে আরো অনিশ্চিত করে তুলতে পারে।

জনমত গ্রহণ শেষে চূড়ান্ত বিধি জারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় লাভ এবং কর্মসংস্থানের যে স্বপ্ন নিয়ে মানুষ আসে– আগামীদিনে আরও কঠোর বাস্তবতায় রূপ নেবে– যা প্রায় নিশ্চিত।

একজন গ্রিনকার্ডধারী যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে এক বছর পর্যন্ত অবস্থান করতে পারেন। তবে ৬ মাসের অধিক সময় অবস্থান করা ঝুকিপূর্ণ। ৬ মাসের বেশি সময় অবস্থান করলে ফেরার সময় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। ৬ মাস বা তার বেশি সময় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকলে ধরে নেয়া হয় যে আপনার রেসিডেন্সির ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হয়েছে। পরবর্তীকালে সিটিজেনশিপের আবেদন করার সময় তা আপনার সক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

৬ মাস বা তার বেশি সময় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিমালার সঙ্গে কঠোরভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

যেমন– চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণ, জরুরি পারিবারিক কারণ।

কোনো সিটিজেনের যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সন্তান জন্ম নিলে ঃ

আইএনএস সেকশন ৩০১(সি) অনুসারে সেই সন্তান স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে যদি সিটিজেন পিতা দৈহিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেন।

সেক্ষেত্রে নিকটতম যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস থেকে রিপোর্ট অব বার্থ এ্যাব্রড (সিআরবিএ) অফিসিয়াল রেকর্ড ইস্যু করতে পারে। যা প্রমাণ করবে সন্তানটি একজন ইউএস নাগরিকের সন্তান। আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে বিষয়টি উপস্থাপিত হলো।

**এপ্রিল ২০২৬ ভিসা বুলেটিন**

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) এপ্রিল ২০২৬'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে এপ্রিল ২০২৬'র পরিবারভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর এতে করে প্রায়োরিটি তারিখ নির্ণয় হয় এর পূর্বে।

এপ্রিল ২০২৬'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে কিছু অগ্রগতি হয় নাই।

**ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্সেস**

প্রথম: (এফ-১): ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা : মে ০১, ২০১৭।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পউসে (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ. (এফ-২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান ঃ ফেব্রুয়ারি ০১, ২০২৪।

বি. (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী)। মে ২২, ২০১৭।

তৃতীয় (এফ-৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা।

ডিসেম্বর ২২, ২০১১।

চতুর্থ (এফ-৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন।

জুন ০৮, ২০০৮।

পারিবারিকভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

সবশেষে আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে যে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে পরামর্শ গ্রহণ করা ভালো। প্রয়োজনে আমাদের অফিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

**ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা:**
**২২৫ ব্রডওয়ে (১৬ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।**
**ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪**
**ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০**
**ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com**
**[Law office of Kazmi & Reeves]**
**225 Broadway, (16th floor)**

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম


# Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (16th floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

**Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990**

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

*আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।*

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[ 100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied ]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

# সাহিত্য সাময়িকী



## আমি আর ঘুমাই না

**হাফিজ রশিদ খান**

ইঁদুরেরা আসে
বেড়ালেরা আসে
আরও কিছু-কিছু শব্দ আসে
এখানে পা টিপে-টিপে
আমার মায়ের ছুড়ে দেয়া
চিতল মাছের, গরুর মাংসের চর্বিভাসা
লালজলের ঝপাৎ শব্দে

কবাটের খিল তুলে দিয়ে
মা চট করে ঘুমিয়ে পড়লে শ্রান্তিতে
কিছু-কিছু
স্পষ্ট-অস্পষ্ট চলাচলের শব্দে
আমি কান পেতে থাকি

সারারাত
ওরা কারা
চিতল মাছের, গরুর মাংসের চর্বিভাসা
লালজলে
কেবলই করুণ শব্দ করে

আমি আর ঘুমাই না

## বীজপত্র

**মোস্তফা মঈন**

প্রকাশ্যে যাকিছু থাকে
আঁতে আর দাঁতে থাকে অন্যকিছু!
সরলতার সুযোগ কাজে লাগায়; ভেতরে ভীষণ রকম
অজুহাত
পেঁচা কাহিনি!

আমি ত্যক্তবিরক্ত হয়ে উড়াল দিই
চড়ে বসি মেঘের পাহাড়ে
গায়ে আলো মাখি
নিজের ডানায় ফুটিয়ে তুলি প্রজাপতি
রামধনু রং
মেঘের শরীরে আঁকি ঘাসফুল, বীজপত্র লিখি

## জংশন

**সৌরভ জাহাঙ্গীর**

জংশনটা বুকে তুলে নিয়ে মৃত্যু ঢলে পড়ছিল রাতের আঁধারে
আলো-অন্ধকারময় প্ল্যাটফর্মে সারি সারি লাশ
নীলিমা ঘুমালো লাশের ওপর। পাশেই মা তার
তিনটি শিশু নিয়ে ঢলে পড়ে আছে বড় অসহায়।

তিনটি দীঘল ছায়া কেমন মাতাল
মৃত্যুকে চুম্বন করে আহা! তারপর
ঘুরে ফিরে নীলিমাকে দেখে মায়ের নিঃসাড় দেহ।

একটি মাতাল ছায়া তাকে ঝাপটে ধরে প্রেতের মতন
তারপর অপর একটি ছায়া!
কী তীব্র ঘৃণায় ক্ষোভে চিৎকার করে ওঠে সে
ক্রমাগত মৃত্যুর ভেতর।
নীলিমা এবং নীলিমার দ্রষ্ঠাও শোকাচ্ছন্ন যেন
কেবল তিনটি ছায়া ছায়ার আড়ালে---

নিস্তব্ধ জংশন!
ধীরে ধীরে মৃত দেহগুলো ভেসে ওঠে প্রত্যুষে, আলোয়
মহাকাল এক্সপ্রেস হন হন করে ছুটে চলে যায়

কয়েকটি করোটি কেবল পড়ে থাকে।

## মৃত বসন্তের উপকথা

**দীপঙ্কর ইমন**

যে পথে তুমি আসবে অনামিকা
সে পথ আর শিমুল পলাশের দখলে নেই।

দ্যাখ,
ফাঁদ পেতে আছে অজস্র ঝরা পাতা কেবল,
যাকে তুমি বলতে মৃত্যুর রঙ।

আজ কোনো কোকিলের সমাবেশ নেই
নতুন পাতারা আসে উল্লাসহীন।

মোট কথা
আমাদের মতো ,
অথবা পৃথিবীর সমস্ত প্রেমের মতো,
অথবা আর সব ঋতুর মতো,
বসন্তও মরে গেছে।

চারদিকে কেবল তোমার অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর রঙ,
হরেক রকম।

## কোলাহল মনে পড়ে

**সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী**

আমার স্বপ্নগুলো কেমন ভাঁজ ভেঙে পড়ে থাকে
উষ্ণতা খুঁজে মন রাতের গভীরে, মায়ের আঁচলে
খুঁজে অন্তর দহন লাগবের অনাবিল মধুর কবচ।

কে যেনো দূর বনে বাজায় বাঁশের বাঁশি
দোয়েল পাখির শিস কোথা হতে আসে
ভেতরে জেগে উঠে চঞ্চল কালের রৌদ্রময় দিন
হায় বিভ্রম! দেখি দেয়াল ঘড়ি টিকটিক শব্দ তুলে।

আমাদের ছিলো দুরন্ত পালকের তলে পাখিসুখ
ছিলো মধ্য দুপুরে পুকুরের জলে উল্লসিত সাঁতার
অজস্র ঘুঘুর ডাকে ছিলো উতল বিজন দুপুর
এখন হাহাকারে জড়োসড়ো আমাদের প্রতিদিন।

তবু মনে পড়ে কোলাহল ঝরা উঠোনের ভোর
নেচে নেচে আসে বেলি ফুলের মন কাড়া ঘ্রাণ
বিষণ্ন মনে একে একে ভিড় করে রঙিন শৈশব।

## বৈশাখের বেদনা

**ফজিলা ফয়েজ**

আকাশে আগুন বাতাসে ঝড় নিয়ে
ঢেউ তোলা রাগে বৈশাখ এলো।
স্বপ্নে বোনা একটুকরো ভালোবাসার ছাদ
গৃহস্থ ভেঙে লণ্ডভণ্ড।
ঝড়ে উড়ে গেল জানালার কপাট।
ভেঙে পড়লো দেয়ালে লটকানো পুরনো ফটোখানা
হৃদয়ে বাজলো শোকের পাঠ।
পাঁজরের খাঁচায় বাজে বিষণ্ন সুর,
পথে ঝরে পড়া কাঁচা আমের মতন-
বেদনাতে ভিজে থাকে চোখ,
দরজায় হেলে পড়ে যত্নের রক্তজবা।
বৈশাখ শুধু আকাশে আগুন নয়, সে তো
ভেতরেও তোলে কষ্টের প্রলয়।

তবুও-
এই ভাঙা ঘরের ছাউনিতে একদিন শান্তির বৃষ্টি নামবে
বৈশাখ শেষে শ্রাবণ এলে-

# ব্রঙ্কসে বিসিএ দ্বৈত ক্যারাম টুর্নামেন্টের জমকালো আসর






*শেষ পৃষ্ঠার পর*

সম্পাদক সুহেল আহমদের সঞ্চালনায় এবং সংগঠনের সভাপতি আব্দুস শহীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিসিএ সাধারণ সম্পাদক শাহ্ ইকবাল রাজু।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'ক্যারাম আমাদের শেকড়ের খেলা। সুদূর প্রবাসে এমন আয়োজন আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্যকে শুধু মনে করিয়ে দেয় না, বরং নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের সংস্কৃতিকে জীবন্ত করে রাখে।' বিশেষ অতিথি আব্দুল হাসিম হাসনু তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, খেলাধুলা তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে রাখতে এবং কমিউনিটির বন্ধন দৃঢ় করতে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে।

আয়োজনে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত ছিলেন প্রবাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্টারলিং ডায়াগনস্টিক ও ফার্মেসীর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ আলী, বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মুমিনুল ইসলাম, সাবেক ফুটবলার মকন মিয়া, ইনস্যুরেন্স ব্রোকার মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, রিয়েলটর লুৎফুন নাহার, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালিক, রেদোয়ানা রাজ্জাক সেতু এবং সিপিএ জাকির চৌধুরী।

এছাড়াও সুধীজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লেখক ও সংগঠক আহবাব চৌধুরী খোকন, নিউইয়র্ক পুলিশের লেফটেন্যান্ট বিলাল আহমদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, বাকা সহ-সভাপতি মাকসুদা আহমেদ, মো. লিয়াকত আলী, আহমেদ ফয়সল, সালমা সুমি, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ফারমিস আক্তার, সাবেক স্বর্ণপদক জয়ী মার্শাল আর্টিস্ট রায়হান জামান রানা, আলিমুল ইসলাম বান্টি, পল্লব সরকার, সুয়েব আহমেদ ও চৌধুরী মুমিত তানিম, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শাখাওয়াত হোসেন সেলিম, মুহতাসিম বিল্লাহ তুষার, রোকন আহমদ সহ আরও অনেকে।

টুর্নামেন্টের হালচাল ও পরিচালনা: আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত মোট ৪০টি দল নক-আউট পদ্ধতিতে এই লড়াইয়ে অংশ নেয়। পুরো টুর্নামেন্টটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন: নজমুল ইসলাম, মহসিন মিয়া, মোহাম্মদ কবির, মো. জুয়েল আহমদ, মাহবুব মামুন, দেওয়ান কোরেশি, বদরুল ইসলাম, ফাহিম ফয়সল, মুরহাদ আহমদ, বুরহান উদ্দিন, খালেদ হাসান, দাইয়ান হোসেন এবং শুভ্র খান।

আয়োজনকে সফল করতে নেপথ্যে থেকে সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিরলস পরিশ্রম করেছেন: মোহাম্মদ রনি, মো. রাহেল আহমদ, হোসেন শিমুল, মো. জুবায়েদ হোসেন, শাহিন মিয়া, মনসুর আহমদ ও লুৎফুর রহমান।

**ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণী:** টানটান উত্তেজনার ফাইনাল শেষে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়:

**চ্যাম্পিয়ন:** সুহেল-খালেদ জুটি (ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক)। তারা পুরস্কার হিসেবে পান নগদ ৩ হাজার ডলার ও দুটি বিশালাকার আকর্ষণীয় ট্রফি।

**রানারআপ:** এনু-সাকাওয়াত জুটি (ওজন পার্ক)। তারা জয় করেন ১৮শ ডলার ও ট্রফি।

**তৃতীয় স্থান:** কামরুল (সিনিয়র)-শহিদ জুটি (মিশিগান)। তারা পান নগদ ৮শ ডলার ও ট্রফি।

রুমন (সিনিয়র)-কামরুল (জুনিয়র) জুটি (মিশিগান)।

বিপুল আনন্দ ও করতালির মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের পর্দা নামে। শেষে আয়োজক সুহেল আহমদ ভবিষ্যতে এই ধারা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উপস্থিত সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।















# পার্কচেস্টারের 'লিটল বাংলাদেশ' প্রবাসে কমিউনিটির প্রতিচ্ছবি

*শেষ পৃষ্ঠার পর*

অ্যাভিনিউ কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা, যাকে অনেকে ভালোবেসে বলেন "লিটল বাংলাদেশ"। এখানে রেস্টুরেন্ট, মুদি দোকান, পোশাকের দোকান সবখানেই বাংলা ভাষার সরব উপস্থিতি। এলাকাটি যেনো বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতিচ্ছবি

স্থানীয় একটি জনপ্রিয় ক্যাফে ও রেস্টুরেন্ট নিউ ফাইভ স্টার-এ ঢুকলেই সেই চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রায় প্রতিটি টেবিলে বসে থাকা মানুষজন বাংলায় গল্প করছেন। দোকানটির মালিক মোস্তাক রফিক আহমেদ বলেন, "এখানে বসলে মনে হয় যেন আমরা ছোট্ট বাংলাদেশে আছি।"

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই এলাকায় বসবাসের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো একে অপরের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মিল। বাসিন্দা সুমাইয়া মিম বলেন, "এখানে আমার নিজের মানুষ, নিজের সংস্কৃতি সবকিছু আছে। আমাদের খাবার, আমাদের দোকান– সবই এখানে পাওয়া যায়।"

২০২৪ সালের এক জরিপ অনুযায়ী, ব্রঙ্কস কমিউনিটি ডিস্ট্রিক্ট ৯-এ ১২ হাজার ২০০-এর বেশি পরিবারে বাংলা ভাষায় কথা বলা হয়, যা ওই এলাকার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭.৭ শতাংশ।

এই কমিউনিটির বিস্তার মূলত শুরু হয় ১৯৯০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের ডাইভার্সিটি ভিসা প্রোগ্রাম চালুর পর। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় ৫০ হাজার অভিবাসীকে ভিসা দেওয়া হতো, যার একটি বড় অংশ ছিল বাংলাদেশ থেকে।

কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ মজুমদার জানান, প্রথমে যারা এসেছিলেন, পরে তাদের পরিবারের সদস্যরাও আসতে শুরু করেন। এভাবেই ধীরে ধীরে একটি বড় বাংলাদেশি কমিউনিটি গড়ে ওঠে। তিনি মনে করেন, এই কমিউনিটির নেতৃত্ব দেওয়া তার দায়িত্বের অংশ।

সম্প্রতি পার্কচেস্টার কমিউনিটি শোকাহত হয় যখন স্থানীয় বাসিন্দা ও এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম গত বছর এক বন্দুক হামলায় নিহত হন। তার জানাজা স্থানীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন।

এই ঘটনা পুরো কমিউনিটিকে একত্রিত করে এবং তাদের পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সংহতির পরিচয় দেয়। বাসিন্দা গড়ুযধসসধফ অুধফ বলেন, "এই কমিউনিটি খুবই শক্তিশালী এবং একে অপরের পাশে দাঁড়ায়।"

পার্কচেস্টারে বসবাসরত অনেকেই মনে করেন, সন্তানদের নিজেদের সংস্কৃতি শেখানোর জন্য এটি একটি আদর্শ পরিবেশ। এখানে রয়েছে একাধিক মসজিদ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক সংযোগ, যা নতুন প্রজন্মকে তাদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখে।

সব মিলিয়ে, পার্কচেস্টারের "লিটল বাংলাদেশ" শুধু একটি ভৌগোলিক এলাকা নয় এটি প্রবাসে গড়ে ওঠা একটি প্রাণবন্ত, ঐক্যবদ্ধ ও সংস্কৃতিমনস্ক কমিউনিটির প্রতিচ্ছবি।

*নিউজ সৌজন্য: স্পেক্ট্রাম নিউজ*

# টরন্টোয় ৪০তম ফোবানা কনভেনশন ৪-৬ সেপ্টেম্বর













শেষ পৃষ্ঠার পর

পেশাজীবী, উদ্যোক্তা এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর প্রতি অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

মঙ্গলবার (৮ এপ্রিল) নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের রেস্টুরেন্টে ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ফিরোজ আহমেদের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত মূল বক্তব্য পাঠ করেন ৪০তম ফোবানার প্যাট্রন, শাহ নেওয়াজ গ্রুপের সিইও লায়ন শাহ নেওয়াজ। তিনি বলেন, উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের অন্যতম বৃহত্তম সমাবেশ হলো ফোবানা কনভেনশন। এই প্ল্যাটফর্মে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং বাংলাদেশ থেকে আগত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবী, উদ্যোক্তা ও সম্মানিত অতিথিরা একত্রিত হয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্য, সংস্কৃতি ও সহযোগিতার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করেন।

তিনি জানান, এবারের ঐতিহাসিক ৪০তম ফোবানা কনভেনশন কানাডার টরন্টোর নর্থ ইয়র্ক এলাকার এগলিন্টন ও ডনভ্যালি সংলগ্ন ডনভ্যালি হোটেল অ্যান্ড স্যুটসে অনুষ্ঠিত হবে। তিনদিনব্যাপী এই কনভেনশনে থাকবে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, কমিউনিটি নেতৃত্ব বিষয়ক ফোরাম ও আলোচনা, ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং ও প্রদর্শনী এবং বাংলাদেশি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নানা আয়োজন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ফোবানা কনভেনশন ২০২৬-এর সাইনিং অথরিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ সোসাইটি এসসির চিফ অ্যাডভাইজর ড. দারা আবু যুবায়ের। এছাড়া পেট্রন ও প্লাটিনাম স্পন্সর হিসেবে রয়েছেন শাহ নেওয়াজ, এমবিএ। ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ফিরোজ আহমেদ সম্মেলনের প্রস্তুতি ও আয়োজনের দায়িত্ব পালন করবেন। এবারের কনভেনশনের হোস্ট সংগঠন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ সোসাইটি এসসি, অন্টারিও, কানাডা। সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট খোকন রহমান এবং সেক্রেটারি জহুরুল ইসলাম প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই ঐতিহাসিক কনভেনশনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ৪০তম ফোবানার সাইনিং অথরিটি ড. দারা আবু যুবায়ের, সাবেক স্টিয়ারিং কমিটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সাহাবুদ্দিন সাগর, ট্রেজারার কাজী ওয়াহিদ এলিন, ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য খন্দকার ফরহাদসহ আরো অনেকেই।

এছাড়াও সংবাদ সম্মেলনে ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির বর্তমান ও সাবেক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

# সম্প্রীতির আহ্বানে টাইমস স্কয়ারে বাংলা বর্ষবরণ




শেষ পৃষ্ঠার পর

অনেকে।

সহস্র কণ্ঠে 'এসো হে বৈশাখ' পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এছাড়া বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী সংগীত, নৃত্য, কবিতা, লোকজ পরিবেশনা এবং শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজকরা জানান, ১২ এপ্রিল রোববার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় দিনব্যাপী বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।





# ব্রঙ্কসে যাত্রা শুরু প্রাইম এশিয়ান রেস্টুরেন্টের

শেষ পৃষ্ঠার পর করা হয়। বাংলা বাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ইয়াহিয়া দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, ডা. মাসুদুল হাসান, সিপিএ জাকির হোসেন চৌধুরী, কমিউনিটি বোর্ড৯ এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদারসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ব্রঙ্কসে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিস্তার দিনদিন বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে দেশীয় খাবারের চাহিদাও। এ ধরনের উদ্যোগ প্রবাসীদের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

রেস্টুরেন্টটির উদ্যোক্তা শেখ জামাল হোসেন, ইকবাল হোসেন ও নুরুল ইসলাম মিলন বলেন, ব্রঙ্কসে বসবাসরত বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশীয় খাবারের চাহিদা মেটাতেই তাদের এই উদ্যোগ।




















অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ
পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
**Micro Credit ও Micro Finance**



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট
তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

**Southeast USA Group Inc.**

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com



FSR Multiservices Inc

# মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূর্ণ মূল্যণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

**Tel (917)-776-1235 646-461-0919**

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com



GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

# GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

## ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911



Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

**Call: 718-263-5999**

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

# বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**Brooklyn**
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

**Jackson Heights**
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

# TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস ( ইউনিক ডেন্টাল )

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

# ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



## কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

**All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.**

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

# MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



## Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

**SAT**
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

**SHSAT**
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

**COMMON CORE MATH & ENGLISH**
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get 25% Discount
sign up by 4th July

## Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

**Bronx Branch:**
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

**Jackson Heights Branch:**
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education Is Our Priority!



কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



# অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা তে কোন নতুন ব্যবসা শুরুসহ বিনিয়োগ যাতে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

মাত্র ১ মিলিয়ন বা তারচেয়ে ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

ইবেসরে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আমাদের সাথে পার্টনার করতে পারেন।

দেশে কোন জোলপনীয় সম্পত্তি/পরিবারের জন্য আপনি ও আপনার পরিবার যে কোন/সহায়তা সুবিধা নিতে পারেন এবং দুবছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইলামসহ সর্বপ্রকার ক্রিমিনাল এন্টেট প্লেজিং, পারসোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাসাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

## Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
**Queens Main Office:** Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
**Dhaka Office:** US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711



# SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

**একাউন্টিং**
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

**ইমিগ্রেশন**
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit
2021
For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
**রেজিষ্ট্রেশন**
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)



# Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

**Wasi Choudhury, EA**
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098780

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ASTORIA 718-777-7001 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002 | BRONX 718-822-1081 |
| JAMAICA 347-644-5150 | MANHATTAN 212-808-0790 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590 |

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন



DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL



TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮



হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাটিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED



শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

# গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল সাবওয়েতে যাত্রীদের ওপর হামলা, পুলিশের গুলিতে নিহত হামলাকারী

শেষ পৃষ্ঠার পর

আনতে পুলিশ গুলি চালালে হামলাকারী নিহত হয় বলে জানিয়েছে নিউইয়র্ক পুলিশ।

পুলিশ জানায়, শনিবার সকাল প্রায় ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল৪২ স্ট্রিট সাবওয়ে স্টেশনের ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে দা হাতে এক ব্যক্তিকে দেখা যায়। এক পথচারী বিষয়টি পুলিশকে জানালে কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে একজন কুপিয়ে আহত ব্যক্তিকে দেখতে পান।

পরে হামলাকারীকে ৪৪ বছর বয়সী অ্যাস্থনি গ্রিফিন হিসেবে শনাক্ত করা হয়। নিউইয়র্ক পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ জানান, গ্রিফিনের হাতে বড় একটি ছুরি ছিল, যেটি দা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি অস্বাভাবিক আচরণ করছিলেন এবং বারবার নিজেকে "লুসিফার" বলে দাবি করছিলেন।

পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, তাকে ছুরি ফেলে দিতে অন্তত ২০ বার নির্দেশ দেওয়া হয়। কর্মকর্তারা পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং তাকে সাহায্য দেওয়ার কথাও বলেন। কিন্তু তিনি নির্দেশ অমান্য করে পুলিশের দিকে এগিয়ে গেলে এক পুলিশ কর্মকর্তা তাকে দুই রাউন্ড গুলি করেন।

পরে তাকে বেলভিউ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, হামলাগুলো সম্ভবত এলোমেলোভাবে করা হয়েছে। গ্রিফিন সকাল প্রায় ৯টা ৩০ মিনিটে কুইন্সের ভারনন বুলেভার্ড স্টেশন থেকে ম্যানহাটনগামী ৭ নম্বর ট্রেনে ওঠেন। ট্রেনটি গ্র্যান্ড সেন্ট্রালে পৌঁছালে তিনি প্রথমে প্ল্যাটফর্মে থাকা ৮৪ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে আহত করেন। এরপর উপরের ৪, ৫ ও ৬ নম্বর লাইনের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে আরও দুজন– ৬৫ বছর বয়সী এক পুরুষ এবং ৭০ বছর বয়সী এক নারী-কে আঘাত করেন।

আহত তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা গুরুতর হলেও প্রাণহানির আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ। একজনের মাথার খুলি ভেঙে গেছে এবং শরীরে গুরুতর কাটা জখম রয়েছে।

ঘটনার পর তদন্তের কারণে সাময়িকভাবে গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে ৪, ৫, ৬ ও ৭ নম্বর ট্রেন থামানো হয় এবং যাত্রীদের বাস ভাউচার দেওয়া হয়। পরে সাবওয়ে চলাচল স্বাভাবিক হয়।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি এক বিবৃতিতে পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেন, এতে আরও বড় ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুলও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনাটি কর্মকর্তাদের বডি ক্যামেরায় ধারণ হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে তদন্ত এখনও চলছে।

# নিউইয়র্কে অবৈধ দখলদারদের হাতে নাইচা'র ৫৪৮টি বাসা

শেষ পৃষ্ঠার পর

এর মধ্যেই ফাঁকা ইউনিটে অবৈধ দখলের ঘটনা বাসিন্দাদের জন্য নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেসব অ্যাপার্টমেন্ট সম্প্রতি খালি হয়েছে এবং সংস্কারের কাজ চলছিল– সেসব ইউনিটেই স্কোয়াটাররা প্রবেশ করেছে। লিড পেইন্ট বা অ্যাসবেস্টস অপসারণের মতো কাজ চলাকালীন নিরাপত্তার ফাঁকফোকর কাজে লাগানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন এলাকায় এসব ঘটনার উদাহরণও সামনে এসেছে। ব্রঙ্কসের একটি আবাসনে এক নারী দীর্ঘদিন ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করছিলেন। অন্যদিকে আরেকটি আবাসনে একটি ফাঁকা ইউনিটে এক গ্যাং সদস্যের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ব্রুকলিনে একটি খালি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে অস্ত্রসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে এনওয়াইপিডি।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বলছেন, এই পরিস্থিতি বাসিন্দাদের জন্য অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে। অনেক ভবন আগেই নানা সমস্যায় জর্জরিত, তার ওপর নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়ছে।

এনওয়াইসিএইচএ কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, ফাঁকা ইউনিট রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, এসব অ্যাপার্টমেন্ট সংস্কারে সময় ও ব্যয় বেশি হওয়ায় নজরদারিতে ঘাটতি তৈরি হয়েছে।

ডিওআই তাদের প্রতিবেদনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নিয়মিত পরিদর্শন বাড়ানো, ফাঁকা ইউনিটে উন্নত লকিং সিস্টেম ব্যবহার এবং নজরদারি জোরদার করা। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এনওয়াইসিএইচএ নিয়মিতভাবে ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্ট পরিদর্শন করত না, যা এই সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

এনওয়াইসিএইচএ বা নাইচা জানিয়েছে, তারা ইতোমধ্যে এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। পাশাপাশি ২০২৩ সাল থেকে এনওয়াইপিডির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে অবৈধ দখল উচ্ছেদে অভিযান চালানো হচ্ছে। এই উদ্যোগের ফলে ৬০০টির বেশি ফাঁকা ইউনিট পুনরুদ্ধার করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

# স্ত্রীদের যুক্তরাষ্ট্রে আনা হলোনা নাজমুল-ফাহিমের

শেষ পৃষ্ঠার পর

মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন নাজমুল রুবেল, তার পিতা মোহাম্মদ হিরামন ও স্বজন ফাহিম হালিম। এছাড়াও এ দুর্ঘটনায় ৬২ বছর বয়সী জুলিয়া রিচি নামে আরেক নারী মারা যান। আহত হয়েছেন রুবেলের বোন ফাতিমা আক্তার ও তার মেয়ে শিশু।

৯ এপ্রিল বাদ জোহর নিহত তিন জনের নামাজে জানাজা ব্রঙ্কসের বায়তুল আমান ইসলামী সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। নিহতদের নিউ জার্সির মালব্রো কবরস্থানে দাফন করা হয়।

পুলিশ জানায় টয়োটা প্রিয়াস, যা চালাচ্ছিলেন নাজমুল রুবেল হঠাৎ করে তার গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত লেনে চলে যায়। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি টয়োটা ক্রাউন গাড়ির সঙ্গে তার গাড়ির সরাসরি সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই নাজমুল এর মৃত্যু হয়। তার গাড়িতে থাকা যাত্রীদের মধ্যে মোহাম্মদ হেরামন (৬০) এবং ফাহিম হালিম (২৫) ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এ গাড়িতে গুরুতর আহত অবস্থায় ফাতিমা আক্তার (৩৩) ও এক বছর বয়সী একটি শিশুকে দ্রুত আলবানি মেডিক্যাল সেন্টার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অন্যদিকে, টয়োটা ক্রাউন গাড়ির চালক লুকা পালভেনিয়ান (২৪) আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন, তবে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার গাড়ির যাত্রী জুলিয়া রিচি (৬২) ঘটনাস্থলেই মারা যান।

কলম্বিয়া কাউন্টি শেরিফের দপ্তর জানিয়েছে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। কেন প্রিয়াস গাড়িটি হঠাৎ করে লেন পরিবর্তন করে বিপরীত দিকে চলে গেল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে শেরিফ জ্যাকি সালভাতোরে বলেন, এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক একটি দুর্ঘটনা। তিনি জানান, ঘটনাস্থলে উদ্ধারকর্মীরা পৌঁছানোর আগেই আশপাশের অনেক বাসিন্দা শব্দ শুনে ছুটে আসেন।

উদ্ধার কাজে স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস ও রেসকিউ ইউনিট অংশ নেয়। দুর্ঘটনার পর প্রায় চার ঘণ্টা ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়।

এদিকে স্বজন সূত্রে জানা গেছে, ছয়মাস আগে রুবেলের বিবাহ কার্যক্রম ঢাকা সম্পন্ন হয়েছে। তার স্ত্রী ইতালি থাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রে আসার অপেক্ষায় ছিলেন। অন্যদিকে ফাহিমের বিয়ে দেড় বছর আগে সম্পন্ন হয়। তার স্ত্রীও আমেরিকানয় আসার অপেক্ষায় ছিল।


PROFESSIONAL JOB TRAINING

Are you ready to build a high-demand career in international trade?

We can train you to become a qualified candidate for a white-collar job

Job description

- Customs Entry Writer
- Import Compliance Manager
- Accounting Jobs

Program Details

- Duration: 1-Year Online Course
- Total: 48 Classes (2 Hours Each)
- Format: Live Online Training

Eligibility Requirements:

- Minimum 4-year bachelor's degree (or currently completing one) from a U.S. college/university or overseas must be needed.
- Applicants must qualify before enrolling in this professional training program.
- Training fee for a one-year program: $7500.00

Please contact:
Swati: 281-701-7457, FIRST97DAYS LLC
25325 Borough Park Dr. Suite 238, The Woodlands TX 77380



কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোস অফিস ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

# Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



**Mohammad Pier**
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
**Cell: 917-678-8532**

**Income Tax**
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

**Immigration Services**
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

**Real Estate**
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

*IRS e file*

**PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES**

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
**Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583**
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
# বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
## ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

**স্থান পরিবর্তন**

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

**ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩**

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

# KAKATUA AGENCY
# কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

**OUR SERVICES ARE:**

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

**NEW ADDRESS**
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
**Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004**
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

# মেঘনা ট্রাভেলস
## ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

**OUR SERVICES**
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



**ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি**

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

# দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
*প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়




নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

**আমরা মেডিকেইড,** মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

# PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।





আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

## Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

## Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
**TLC/Motor Vehicle Exam,**
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960



এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

## MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

**718-526-0700, 718-383-4500**
**Cell- 718-864-8882**

| ASTORIA OFFICE: | JAMAICA OFFICE: |
|---|---|
| 30-04, 36th Avenue<br>LIC, NY 11106<br>Tel: 718-383-4500 | 170-12 Highland Avenue<br>Jamaica Estates, NY- 11432<br>www.drmrahman.com |

# নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল অফিসে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন



*শেষ পৃষ্ঠার পর*

জেনারেল নিউইয়র্কের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার, ১০ এপ্রিল সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সালাউদ্দিন নোমান এবং বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল মোজাম্মেল হক বক্তব্য রাখেন।








MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645



Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218



Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

## আবশ্যক

**দোভাষী আবশ্যকঃ** ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।
Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

**আবশ্যকঃ** জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

**লোক আবশ্যকঃ**
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

**লোক আবশ্যকঃ**
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

**আবশ্যকঃ**
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

**আবশ্যকঃ**
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

**আবশ্যকঃ**
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

## পাত্র-পাত্রী

**পাত্রী চাই:** ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-CS), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
**abdurrahman.bd144@gmail.com** (পাত্র নিজে)

**পাত্র চাইঃ** সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

## হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

## রুমমেট

**রুম ভাড়াঃ**
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

**রুম ভাড়াঃ**
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

**রুম ভাড়া :**
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

**রুম ভাড়াঃ**
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

**রুম ভাড়াঃ**
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

**রুম ভাড়াঃ**
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

**রুম ভাড়াঃ**
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

## বাসা ভাড়া

**বাসা ভাড়াঃ**
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

**বেসমেন্ট ভাড়াঃ**
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

**সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ**
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st ) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

**বাড়ি ভাড়াঃ**
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
**917-495-3908.**

## বাসা ভাড়া

**রুম ভাড়া:**
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

**বাড়ি ভাড়াঃ**
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

**বাসা ভাড়াঃ**
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

**বাসা ভাড়াঃ**
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

**বাসা ভাড়াঃ**
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

**বাসা ভাড়াঃ**
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

**বাসা ভাড়াঃ**
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামি-লির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

**বাসা ভাড়াঃ**
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

## ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই

**নিউ ইয়র্কে কর্মরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়স: ৩৩ বছর, উচ্চতা: ৫'.২"**
**ডাক্তার পাত্র অগ্রগণ্য**
**যোগাযোগ**
**+১ (৩৪৭) ৭৪৪-২৩১০**


banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

## ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই

**৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।**
**Email: hmurshedmd@gmail.com**
**Phone: 850 866 9012**

## HOUSE FOR SALE

**Humboldt Pkwy**
**Buffalo, NY-14208**
**Asking Price # $300,000**
Single Family Home
4 Bedroom & 2.5 Bathroom
Lot Size # 5280 Sq ft
Finished Basement

Contact:
Jayashree P
**c2cdestiny@gmail.com**
**(646) 236-7391**

## HOUSE FOR RENT

**New Hyde Park, NY-11040**
3 Bedroom & 2 Bathroom
**Rent Price # $3,900**

**Jamaica Estates, NY-11432**
3 Bed, 2 Bath & 2 Balcony
**Rent Price # $3,500**

Contact:
Jayashree P
**c2cdestiny@gmail.com**
**(718) 502-5583**


**বাসা ভাড়াঃ**
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

**বেসমেন্ট ভাড়াঃ**
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

**বেসমেন্ট ভাড়াঃ**
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

**সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ**
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

**House for rent:** (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

## Semi-Basement For Rent

**We are urgently seeking tenants at a new house in Woodhaven Blvd, near a mosque and public transit, including bus stops and a train station. It is a two bedroom semi basement, with a separate living and kitchen space. The floors are tiled, and there are two windows.**
**Queens Center Mall is nearby, via bus or car.**
**Please call at 718-849-3035**
**from 10:00 AM to 10:30 PM.**

## গ্যাস স্টেশনে লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনে আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার আবশ্যক। গ্যাস স্টেশনের ৫ মিনিট দূরত্বে থাকার সুবিধা রয়েছে। বেতন আলোচনা স্বাপেক্ষে।
কল করুন: 561 827 3966

## House For Rent

**3 bedroom / 2 bathroom available for rent in 2nd floor of private house in Jamaica.**
**Please call or text (347) 234-8295 for more information.**

## Semi basement Bedroom Rent

1 Bedroom Rent for Semi basement. 8 feets celling. Brand New construction. Fully renovated. WiFi Utility included. Has laundry and dryer. 8 minutes drive from JFK Airport. Great location for TLC drivers.
Contact number (917)935-1790
Location: 145-49 110th Ave
Jamaica, NY 11435

**টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩**

## বেসমেন্ট ভাড়া

**ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।**
**ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬**

# ঋণ জালিয়াতির ১.৭ মিলিয়ন ডলারে বিলাসী জীবন : অত:পর ৪ বছরের কারাদণ্ড

শেষ পৃষ্ঠায় পর

ঋণ হাতিয়ে নিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করেন। শেষ পর্যন্ত তদন্তে বিষয়টি ধরা পড়লে তাকে কারাদণ্ড দেয় আদালত।

তথ্যমতে মহামারির শুরুর দিকে, ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে লং আইল্যান্ডের বাসিন্দা নিয়াল আলি নিজের মালিকানাধীন দুটি ছোট ব্যবসার নামে পেচেক প্রোটেকশন প্রোগ্রাম (পিপিপি) ঋণের জন্য আবেদন করেন। এই কর্মসূচির আওতায় তিনি মোট ১৭ লাখ ডলারেরও বেশি ঋণ পান। তবে ঋণের আবেদন সমর্থন করতে তিনি ভুয়া বেতন তালিকা ও আর্থিক নথি তৈরি করেছিলেন বলে তদন্তে উঠে আসে।

কর্তৃপক্ষ জানায়, ঋণের টাকা পাওয়ার পর অ্যালি তা ব্যবসায় ব্যবহার না করে ব্যক্তিগত বিলাসিতায় ব্যয় করেন। তিনি ওই অর্থ দিয়ে একটি ক্যাডিলাক এসকালেড গাড়ি, দুটি দামী পাটেক ফিলিপ হাতঘড়ি কেনেন। পাশাপাশি সন্তানের প্রাইভেট স্কুলের টিউশন ফি পরিশোধ করেন, প্রায় ৫ লাখ ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনেন এবং বিলাসবহুল হোটেলে অবস্থান করেন। পরে ঋণ মওকুফের আবেদন করতে গিয়েও তিনি ভুয়া আর্থিক বিবরণী জমা দেন। এসময় নিউইয়র্ক ডিভিশনের পোস্টাল ইন্সপেক্টররা অর্থের গতিপথ অনুসরণ করে পুরো প্রতারণার চিত্র উন্মোচন করেন। তদন্তে দেখা যায়, তিনি ঋণের অর্থ দিয়ে ব্যক্তিগত দেনা পরিশোধ এবং বিভিন্ন বিলাসী কেনাকাটা করেছেন।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পোস্টাল ইন্সপেক্টররা আলিকে গ্রেপ্তার করেন। পরে তিনি দুর্যোগ সহায়তা তহবিল জালিয়াতি এবং ওয়্যার জালিয়াতির অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন।

আদালত তাকে ৪৮ মাসের কারাদণ্ড দেন। পাশাপাশি ১৭ লাখ ডলারের বেশি অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরিশোধ এবং অতিরিক্ত ১ লাখ ৩৫ হাজার ডলারের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয়।

# নিউইয়র্কে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন ডলারে তহবিলে সাশ্রয়ী বাসা নির্মাণের উদ্যোগ

শেষ পৃষ্ঠায় পর

অর্থায়ন গভর্নরের ২৫ বিলিয়ন ডলারের পাঁচ বছর মেয়াদি আবাসন পরিকল্পনার অংশ, যার লক্ষ্য স্টেটজুড়ে ১ লাখ সাশ্রয়ী বাসা তৈরি বা সংরক্ষণ করা। এইচসিআর এর মাধ্যমে ২৩৪ মিলিয়ন ডলারের বন্ড এবং ১১৪ মিলিয়ন ডলারের ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগ যুক্ত হয়ে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৫২৯ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গভর্নর হোকুল বলেন, এই বিনিয়োগের মাধ্যমে অঙ্গরাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে আবাসনের সুযোগ বাড়ানো এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোই তাদের লক্ষ্য। তিনি জানান, সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মানসম্মত, জ্বালানি-সাশ্রয়ী বাসস্থান তৈরি করা হচ্ছে, যা কমিউনিটি উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পগুলোর মধ্যে নিউইয়র্ক সিটিতে দুটি বড় উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সিটির ব্রঙ্কসে 'টারিন টাওয়ার' নামে ১১ তলা ভবন নির্মাণে ৭৩ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হবে, যেখানে ১৪২টি সাশ্রয়ী অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হবে। ব্রুকলিনে '৭২৯ ভ্যান সিন্ডেরেন' প্রকল্পে ৭৯ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে ১৯৩টি অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করা হবে, যার মধ্যে ১১৬টি ইউনিটে বিশেষ সহায়তা সেবা থাকবে।

লং আইল্যান্ডে নাসাউ কাউন্টির গ্রেট নেক এলাকায় ২২ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সী বাসিন্দাদের জন্য ৭৫টি সাশ্রয়ী বাসা সংস্কার করা হবে। লং আইল্যান্ড অঞ্চলের এই প্রকল্পটি প্রবীণদের আবাসন সুবিধা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ক্যাপিটাল অঞ্চলের কোহোজ শহরে ১২৮ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে ২৩৮টি বিদ্যমান সাশ্রয়ী বাসা সংস্কার করা হবে, যা দীর্ঘদিন ধরে আধুনিকায়নের অপেক্ষায় ছিল। একইভাবে মোহক ভ্যালির ইউটিকা শহরে ৪৬ মিলিয়ন ডলারের 'থ্রাইভ কর্নহিল' প্রকল্পে ১০২টি নতুন অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করা হবে, যেখানে বয়স্ক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তামূলক সেবা থাকবে।

অঙ্গরাজ্যের কর্মকর্তারা বলছেন, এই প্রকল্পগুলো শুধু নতুন বাসা তৈরি নয়, বরং কমিউনিটির স্থিতিশীলতা, জীবনমান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাড়াতেও সহায়তা করবে। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্য আয়ের পরিবার, প্রবীণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ।


NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম



হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি



বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮



ARMAN CHOWDHURY, CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING



7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

# NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
# নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

## WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health.









**FUHAD HUSSAIN**
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

**MOHAMMAD ZAHID ALAM**
CHIEF FINANCIAL OFFICER

**SHAH NAWAZ MBA**
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

TITLE SPONSOR

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
Muhammad Kader CIP
CEO
585-456-0739

# শুভ নববর্ষ
১৪৩৩

এসো হে বৈশাখ এসো এসো

নতুন বছরে বাতাস লাগুক
নিত্য নতুন ভাবনার পালে

Let's welcome the Bengali New Year together with joy, delicious foods music, dance and celebration













১৪ই এপ্রিল ২০২৬
মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা

VENUE:
**Casa De Saffron**
Banquet Hall & Resturant
200 N Broadway, Hicksville NY-11801

FREE ENTRY

For Stall:
646-7323233, 646-2477640

SPONSORS


HASSAN ZILANI
DONNA HASSAN
Community Activist


Razia Sultana
GoRascal
516-369-6553
razia@gorascal.com


Ln. JFM Rasel
Founder & CEO
929-710-2301


KHAIRUL ISLAM
KHOKAN
PRESIDENT


ISTEAK RUMI
President
The Rush Express


Sarwar
Chaudri, CPA


NARROW SECURITY
MOHAMMED MOTIUR RAHMAN
DIRECTOR


Good Shepherd Personal Care
Home Care

The Weekly Bangla Patrika
# বাংলা পত্রিকা
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ৩০ : সংখ্যা ২৯ : সোমবার, এপ্রিল ১৩, ২০২৬
চৈত্র ৩০, ১৪৩২, শাওয়াল ২৪, ১৪৪৭
Vol. 30 : Issue 29 : April 13, 2026 USA
Free in NY, Other State $1

## গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল সাবওয়েতে যাত্রীদের ওপর হামলা, পুলিশের গুলিতে নিহত হামলাকারী



**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট:** নিউইয়র্ক সিটির গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল সাবওয়ে স্টেশনে চাপাতি হাতে এক ব্যক্তির হামলায় তিনজন আহত হয়েছেন। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## নিউইয়র্কে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন ডলারে তহবিলে সাশ্রয়ী বাসা নির্মাণের উদ্যোগ

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট:** নিউইয়র্কে আবাসন সংকট মোকাবিলায় বড় পদক্ষেপ নিয়েছে স্টেট সরকার। গভর্নর ক্যাথি হোক্‌ল ঘোষণা দিয়েছেন, প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন ডলারের বন্ড ও ভর্তুকি দিয়ে পাঁচটি আবাসন প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৭৫০টি সাশ্রয়ী, আধুনিক ও সহায়তাসম্পন্ন বাসা তৈরি বা সংরক্ষণ করা হবে।

নিউইয়র্ক স্টেট হোমস এন্ড কমিউনিটি রিনিউয়াল (এইচসিআর) জানায় এই ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

# নিউইয়র্কে অবৈধ দখলদারদের হাতে নাইচা'র ৫৪৮টি বাসা



**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিউইয়র্কে গত তিন বছরে সিটি হাউজিং অথরিটি (নাইচা) এর এপার্টমেন্টের ৫৪৮ টি ইউনিট দখল করে রেখেছে বেশ কিছু অবৈধ দখলদাররা। সিটি হাউজিংয়ের এসব বাসায় অবৈধ দখলদারদের অপরাধ কর্মকান্ডে উদ্বেগও দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব ইনভেস্টিগেশন এর তদন্তে এমন তথ্য ওঠে এসেছে। ইতিমধ্যে ৮১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অবৈধ দখলে রাখায়। নাইচা জানিয়েছে ফাঁকা ইউনিট রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব ইনভেস্টিগেশন (ডিওআই)-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত তিন বছরে নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটি (নাইচা বা এনওয়াইসিএইচএ)-এর অন্তত ৫৪৮টি ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্ট স্কোয়াটারদের বা অবৈধ দখলদারদের দখলে গেছে। এসব ঘটনার জেরে এখন পর্যন্ত ৮১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গণমাধ্যম আইউইটনেসও এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে ৯ এপ্রিল। প্রতিবেদনে বলা হয়, নিউইয়র্ক সিটিতে বর্তমানে ১ লাখ ৫০ হাজারের বেশি মানুষ সরকারি আবাসনের জন্য অপেক্ষমাণ, যাদের অনেকেই এক দশকের বেশি সময় ধরে লাইনে রয়েছেন। ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## স্ত্রীদের যুক্তরাষ্ট্রে আনা হলোনা নাজমুল-ফাহিমের

### বাফেলো যাওয়ার পথে সড়কে প্রাণ গেলো তাদের



**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের বাসিন্দা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ২৯ বছর বয়সী নাজমুল রুবেল ছয় মাস আগে ও ২৫ বছর বয়সী ফাহিম হালিম দেড় বছর আগে দেশে গিয়ে বিয়ে করেন। তাদের স্ত্রীদের যুক্তরাষ্ট্র আনার সকল প্রক্রিয়াও করে রেখেছিলেন। ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ার অপেক্ষায় ছিলেন তারা। কিন্তু স্ত্রীদের আনা হলোনা তাদের। ৬ এপ্রিল পারিবারিক অনুষ্ঠানে বাফেলো যাওয়ার পথে আলবেনির ক্ল্যাভারাকে এক ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



## বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন নির্বাচন কমিশন

**নিউইয়র্ক:** বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা গত ৫ এপ্রিল রোববার বিকেলে বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম।

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর পরিচালনায় সভায় অন্যান্যের মধ্য উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ সভাপতি- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি- কামরুজ্জামান কামরুল, সহ-সাধারন সম্পাদক- আবুল কালাম ভূঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি), সাংগঠনিক সম্পাদক- ডিউক খান, সাংস্কৃতিক ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

**নিউইয়র্কে ফোবানার সংবাদ সম্মেলন**

## টরন্টোয় ৪০তম ফোবানা কনভেনশন ৪-৬ সেপ্টেম্বর

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিউইয়র্কে ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)-এর উদ্যোগে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর কানাডার টরন্টো শহরের ডন ভ্যালি হোটেল এন্ড স্যুটে অনুষ্ঠিতব্য ৪০তম ফোবানা কনভেনশন সফল করতে উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, ১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## সম্প্রীতির আহ্বানে টাইমস স্কয়ারে বাংলা বর্ষবরণ

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** বিশ্বে যখন বিভাজনের সুর, তখন বাঙালিরা তাদের শিকড়, স্মৃতি ও আগামী প্রজন্মের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সেতুবন্ধন রচনা করতে নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়েছে।

শনিবার ১১ এপ্রিল দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের উদ্যোগে টাইমস স্কয়ারে মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ব বাঙালির ১৪৩৩ বাংলা বর্ষবরণ উদযাপিত হয়।

মঙ্গল শোভাযাত্রায় বক্তব্য রাখেন এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের সভাপতি বিশ্বজিত সাহা, আহ্বায়ক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রোকেয়া হায়দার, সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন, গণসংগীত পরিচালক মহিতোষ তালুকদার তাপসসহ আরও ১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল অফিসে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

**নিউইয়র্ক:** নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল অফিসে মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন ও বাংলাদেশ কনসাল ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## পার্কচেস্টারের 'লিটল বাংলাদেশ' প্রবাসে কমিউনিটির প্রতিচ্ছবি

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** নিউইয়র্ক সিটির ব্যস্ত নগর জীবনের মাঝেও এমন কিছু এলাকা আছে, যেখানে ঢুকলেই মনে হয় যেন বাংলাদেশের কোনো পরিচিত পাড়া। ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ঠিক তেমনই একটি জায়গা, যেখানে বাংলাদেশি কমিউনিটি নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য নিয়ে গড়ে তুলেছে এক শক্তিশালী সামাজিক বন্ধন।

পার্কচেস্টারের ইউনিয়ন পোর্ট রোডও স্টার্লিং ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## ব্রঙ্কসে বিসিএ দ্বৈত ক্যারাম টুর্নামেন্টের জমকালো আসর

### সুহেল-খালেদ জুটির বাজিমাত

**নিউইয়র্ক:** নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বর্ণাঢ্য বিসিএ দ্বৈত ক্যারাম টুর্নামেন্ট। গত ৬ এপ্রিল সোমবার, ব্রঙ্কস ক্যারাম এসোসিয়েশন (বিসিএ)-এর আয়োজনে স্থানীয় একটি পার্টি হলে দিনভর চলে এই ক্রীড়া উৎসব। চ্যাম্পিয়ন হয় সুহেল-খালেদ জুটি।

বিসিএ-র সহ-সাধারণ ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## ব্রঙ্কসে যাত্রা শুরু প্রাইম এশিয়ান রেস্টুরেন্টের

**নিউইয়র্ক:** নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলাদেশি মালিকানাধীন 'প্রাইম এশিয়ান রেস্টুরেন্ট' যাত্রা শুরু করেছে। ক্যাসেল হিল সাবওয়ে স্টেশনের কাছে অবস্থিত এই রেস্টুরেন্টটি আদি এশিয়ান খাবার, মেডিটেরিয়ান গ্রিল ও কাবাবের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

শুক্রবার (১০ এপ্রিল) জুমার নামাজের পর মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে রেস্টুরেন্টটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

## ঋণ জালিয়াতির ১.৭ মিলিয়ন ডলারে বিলাসী জীবন : অত:পর ৪ বছরের কারাদণ্ড



**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** করোনাভাইরাস মহামারির সময় ছোট ব্যবসাকে সহায়তার জন্য দেওয়া সরকারি ঋণ কর্মসূচিকে কাজে লাগিয়ে বড় ধরনের প্রতারণার ঘটনা ঘটিয়েছিলেন নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে বসবাসরত নিয়াল আলী নামে এক বাসিন্দা। ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে তিনি প্রায় ১৭ লাখ ডলারের ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন













Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com